চমক ভরা ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 30 October 2021 ■ আগরতলা ৩০ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ১২ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিয়ে হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সামাজিক মাধ্যমে কঠোর নজরদারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। স্বতঃ প্রণোদিত মামলা নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্ট সাম্প্রতিক পানিসাগর সহিংসতার বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে। প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মহন্তি এবং বিচারপতি শুভাশীষ তালাপাত্রের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ আজ এই মামলার শুনানি করছেন। শুনানিতে রাজ্য সরকারকে ১০ নভেম্বরের আগে একটি হলফনামা দাখিল করতে বলা হয়েছে। এই হলফনামায় বিশেষত সরকার যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বা ষড়যন্ত্র প্রতিহিত করতে তাদের পরিকল্পনা কী তা জানাতে।

রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল এস এস দে আদালতকে অবহিত করেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া - টুইটার এবং ফেসবুক ইত্যাদিতে অনেক ছবি বা ভিডিও প্রচার করা হয়েছিল। উপরের ঘটনা সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য টুইটার, ফেসবুক হ্যান্ডলগুলিও ছড়িয়েছিল। এই ভিডিও এবং ছবিগুলির রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার সম্ভাবনা রয়েছে। মিথ্যা ভিডিও এবং ছবি প্রচারের জন্য দায়ী দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করার জন্য ০২ টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং সক্রিয় তদন্তাধীন রয়েছে।

সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিদ্যমান যেখানে সেখানে বিভিন্ন শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে সে বিষয়টিও আদালতকে জানানো হয়েছে। সেটি উপযুক্ত বলে মনে করেন আদালত। রাজ্যের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করার সময়, আদালত রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির গৃহীত পদক্ষেপেরও প্রশংসা করে। এই পদক্ষেপগুলি, আমাদের বিবেচনায়, নাগরিকদের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। যাইহোক, এই পদক্ষেপগুলি আরও প্রসারিত করা দরকার বলে জানিয়েছে আদালত।

ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে শুধুমাত্র জেলা স্তরে নয়, মহকুমা স্তরে এবং প্রয়োজনে পঞ্চায়েত স্তরে শান্তি কমিটি গঠনের কথা বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এই ধরনের শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে যাতে জনগণের আস্থা তৈরি হয়। রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে। আদালতকে এই বিষয়টিও জানানো হয়েছে, যে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতা কর্মীদের উপর হামলা হুজ্জতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করলেন সুস্মিতা দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী সহ কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, আক্রমণ, প্রচারে বাধা এবং গাড়ি ইত্যাদি ভাঙচুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূলনেত্রী সুস্মিতা দেব সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছেন। সেই সাথে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যাতে রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বিঘ্নে প্রচার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে এবং কর্মী সমর্থকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়।

সুস্মিতা দেবের আইনজীবী রজত সেহগাল জানিয়েছেন, আজ রাজ্য সরকার, ডিজিপি, সমস্ত আট জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দাখিল করা হয়েছে।

রিট পিটিশনে আইনজীবী সেহগাল আদালতকে অবহিত করেছেন যে রাজনৈতিক প্রচারণার ক্ষেত্রে অনেক ইচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে হুমকির মাধ্যমে সহিংসতা, নির্বাচনী সামগ্রী, গাড়ির ক্ষতি, পার্টি অফিস ভাংচুর, নেতাদের উপর হামলা ইত্যাদি।

পিটিশেন দাবী করা হয়েছে, কর্তৃপক্ষকে তাদের সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হোক যাতে যে এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে সেসব এলাকায় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। রাজ্যসভার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার ইটালি সফরে রোমে ভারতীয়দের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

রাজ্যে ঢুকতে হলে কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক, আজ থেকে কার্যকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। বহি:রাজ্য থেকে রাজ্যে ঢুকতে গেলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। তবে, ওই রিপোর্ট না থাকলে যাত্রীদের করোনার নমুনা পরীক্ষা করে বাড়ি যাওয়ার ছাড়পত্র মিলবে।

কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুনাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড থেকে আসা যাত্রীদের ৪৮ ঘন্টার কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁদের আরটিপিসিআর, ট্রুনেট অথবা সিবিনেট-র নেগেটিভ রিপোর্ট দেখাতে হবে। ৩০ অক্টোবর থেকেই ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা আজ রাজ্যের আটটি জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ওই সিদ্ধান্ত কার্যকরে অবগত করেছেন।

হঠাৎ করে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জনমনে নতুন করে করোনার ভীতি সঞ্চার হয়েছে। কি কারণে প্রশাসনের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা নিয়েও স্পষ্ট কিছুর হদিশ পাওয়া যায়নি।

এদিকে, ত্রিপুরায় ফের কোভিডের টিকাকরণে বিশেষ অভিযান চালাবে স্বাস্থ্য দফতর। আগামী ১ থেকে ৩ নভেম্বর সারা ত্রিপুরায় টিকাকরণে বিশেষ অভিযান চালানো হবে। তাতে প্রতি দিন ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯১৮ জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কোভিডের টিকা মজুত রয়েছে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ২৬০টি।

মোহনপুরে টমটমের ধাক্কায় মহিলা পথচারীর মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। সিধাই মোহনপুর কলাগাছিয়া এলাকায় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে টমটমের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন অমরি সরকার নামের ৭০ বছরের এক মহিলা। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মহিলার। টমটম চালকের বিরুদ্ধে মামলা।

রাজ্যে প্রথম দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে প্রতিদিনই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। বহু মানুষ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। পথ দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসন যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তাতে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সিধাই মোহনপুর এর কলাগাছিয়া এলাকায় পথ দূর্ঘটনায় এক বৃদ্ধা মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম অমরি সরকার। জানা যায় তিনি নাতির জন্য ঘড়ি কিনতে কলাগাছিয়া বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে ফেরার পথে একটি টমটম তাকে ধাক্কা দেয়। টমটমের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ওই বৃদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কাতলা মারা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তারা হাসপাতাল থেকে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ওই বৃদ্ধা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঋণের কিস্তির টাকা দিতে না পারায় ব্যাঙ্ক কর্মীদের চাপের মুখে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। বন্ধন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সবার মত পুরো টাকা মিটিয়ে দিতে না পারায় ব্যাংক কর্মীদের ক্রমাগত চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন এক ঋণগ্রহীতা। তার নাম সন্তোষ দত্ত। বাড়ি বিশালগড় এর গোকুল নগর এলাকায়।

বিশালগড় গোকুল নগর এলাকায় বন্ধন ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ টাকা লোন নেয়া সন্তোষ দত্ত নামে ৫৮ বছরের এক ব্যক্তি ৫০,০০০ টাকা ফেরত দেওয়ার পর বাকি ৫৩ হাজার টাকা ফেরত না দিতে পারায় ব্যাংকের কর্মীরা প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করে সন্তোষ দত্ত উপর। তারা পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয় পুরো টাকা একসঙ্গে দিতে হবে।সেই টাকা ফেরত না দিতে পেরে নিজ বাড়িতেই বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সন্তোষ দত্ত।

পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে আনা হয় জিবি হাসপাতালে। কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সন্তোষ দত্ত। জিবি হাসপাতালে সন্তোষ দত্তর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।ঋণের দায়ে এবং বন্ধন ব্যাংকের ক্রমাগত চাপ এর ফলে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংক কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

পুর ও নগর নির্বাচনে মনোনয়ন জমার প্রক্রিয়া জারি বাম প্রার্থীদের, চলছে বাড়ি বাড়ি প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। পুর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। প্রধান বিরোধীদল সিপিআইএম সর্বাগ্রে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পাশাপাশি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আগামী ২৫ শে নভেম্বর আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের প্রতিটি পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট গ্রহণ। পুর ভোটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বর্তমানে তুঙ্গে। সবকটি রাজনৈতিক দলই তাদের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল সিপিআইএম সর্বাগ্রে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ইতিমধ্যেই আগরতলা পুরনিগম সহ বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত ও পুর পরিষদে বেশ কিছুসংখ্যক বাম প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের অফিসে জমা দিয়েছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কে কেন্দ্র করে সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থকরা ময়দানে নেমে পড়েছেন। রীতিমতো মিছিল করে তারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগরতলা পৌর নিগমের এলাকায় বাম প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।পুর নিগমের সিপিআইএম প্রার্থী কৃষ্ণা মজুমদার শুক্রবার তার নির্বাচনী এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার করেন। বলা যায় প্রচারের ক্ষেত্রে শাসক দলকে অনেক পেছনে ফেলে প্রধান বিরোধীদল সিপিআইএম প্রচারে এগিয়ে রয়েছে।

বাড়ি বাড়ি প্রচার এর শামিল হয়ে সিপিআইএম প্রার্থী কৃষ্ণা মজুমদারের বলেন তিনি বিগত ৫ বছর সিপিআইএমের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়ার্ড এলাকার জনগণ তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজেও জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। বিগত দশ মাস ধরে তিনি কাউন্সিলর না থাকলেও জনগণ তার সঙ্গে সব বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলেও জানান। পুর নিকম নির্বাচনে এলাকার গণদেবতা কে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।এবারের নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি জনকল্যাণে কাজ করতে বদ্ধপরিকর বলেও জানিয়েছেন। তিনি বর্তমান সরকারের কাজ-কর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদেশে স্বামীর সাথে মোবাইলে ঝগড়া করে স্ত্রী ফাঁসিতে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। স্কনগর আর ডি ব্লকের অধিনে ময়নামা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওর্য়াডের বাসিন্দা মঞ্জিল হকের কন্যা রীনা আক্তার বাপের বাড়িতে এসে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। আজ থেকে প্রায় দু সপ্তাহে ধরে বাপের বাড়িতে রীনা আক্তার তার চার বছরের মেয়েকে নিয়ে থাকত। স্বামী নরু মিয়া কর্মসুত্রে বিদেশে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে তর্কবির্তক হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রীনা ও নরু মিয়ার মধ্যে মোবাইল ফোনে ঝগড়া হয়েছে। স্বামীর ফোনে বকাবকিতে রাগে ক্ষোভে ও অভিমানে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছেন রীনা আক্তার। যার বয়স ২৩। রীনার শ্বশুরবাড়ির লোকের দ্ধারা নির্যাতন নিপীড়ন ও অত্যাচারের শিকার হতেন তিনি। তার কারণে সে বাপের বাড়িতে। চলে আসে। সোনামুড়া থানায় নরু মিয়ার বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত যুবক ব্যাপক উত্তেজনা, প্রশাসন জারি করল ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। শুক্রবার কৈলাসহরে শিবাজি সেনগুপ্ত নামে এক যুবকের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় কৈলাসহর থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। হামলাকারী পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক কৈলাসহর মহকুমায় আজ বিকাল ৫টা থেকে ৩১ অক্টোবর বিকাল ৫টা পর্যন্ত সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ অনুযায়ী ৫ জনের বেশি ব্যক্তির সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়াও কোনও ব্যক্তি লাঠি, তীর, ধনুক, ধার যুক্ত বাঁশ, সাইকেল চেইন, রড, ছুরি, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ইত্যাদি বহন করতে পারবেন না। তবে এই আদেশ পুলিশ, বি এস এফ টি এস আর, আসাম রাইফেলস এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ক্ষেত্রে, মহকুমা শাসক, পুলিশ, বি এস এফ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি যাদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অথবা স্বীকৃতপ্রাপ্ত ওষুধের দোকান থেকে জীবনদায়ী ওষুধ কেনার জন্য যাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি-র ১৮৮ ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, সম্প্রতি সোস্যাল মিডিয়ায় একটি গুজব ছড়িয়ে ত্রিপুরায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এক ভিডিও বার্তায় শ্রীচৌধুরী বলেন, সম্প্রতি পানিসাগরের ঘটনাটি সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। কোন মসজিদেই আগুন লাগানো হয়নি এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মহল ত্রিপুরায় ঘোলা জলে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে।

কুমারঘাটে আইনসেবা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। গ্রামীণ জনগণের কাছে আইনি পরিষেবা পৌঁছে দিতে ঊনকোটি জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের সহায়তায় আজ পেঁচারথল ব্লকের আন্দারছড়া হাইস্কুল মাঠে এক মেগা আইনসেবা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পেঁচারথল বিএসি-র চেয়ারম্যান সজল চাকমা। আইনসেবা শিবিরে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে বিভিন্ন দপ্তর থেকে স্টল খোলা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন এমএসএমই রাষ্ট্রমন্ত্রী ভানু প্রতাপ সিং ভার্মা, পরিদর্শন করলেন মধু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় মধু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় এমএসএমই রাষ্ট্র মন্ত্রী ভানু প্রতাপ সিং ভার্মা। তিনি ত্রিপুরা সফরে এসে খাদি ও গ্রামোদ্যোগকে আরো প্রসারিত করার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেছেন। তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথেও সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে গাছের শিকড় দিয়ে তৈরী শিবের মূর্তি উপহার দিয়েছেন।

আজ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, আজ ত্রিপুরা সফরে এসেছেন এমএসএমই রাষ্ট্র মন্ত্রী ভানু প্রতাপ ভার্মা। তিনি খাদি ও গ্রামোদ্যোগের বিভিন্ন কাজকর্ম পর্যালোচনা করেছেন। বিশেষ করে আগরতলায় মধু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের সবিস্তারে খোজ নিয়েছেন তিনি। রাজীব বাবুর কথায়, ত্রিপুরায় মধু উতাদকদের কাছ থেকে সংগৃহিত মধু প্রক্রিয়াকরণে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেখানে মধু প্রক্রিয়াকরণের পর প্যাকেজিং এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে কেন্দ্রীয় এমএসএমই রাষ্ট্রমন্ত্রী ভানু প্রতাপ সিং ভার্মা।

উদয়পুরে পথদুর্ঘটনায় টিএসআর জওয়ানের মৃত্যু, আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ অক্টোবর।। উদয়পুরে পথদুর্ঘটনায় এক টিএসআর জওয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে অপর এক জওয়ান। বাইক দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু ও অপর একজন আহত হওয়ার সংবাদে সহকর্মীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

আবারোও যান সন্ত্রাসের বলি এক কর্মরত টিএসআর জওয়ান।মৃত টি এস আর জওয়ান এর নাম সুব্রত দেবনাথ। ঘটনা উদয়পুর পল্টিরোড এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বনদুয়ারস্থিত টি এস আর ক্যাম্প থেকে বৃহস্পতিবার রাতে বাইকে করে অপর এক জওয়ান এর সাথে উদয়পুর বাজারে আসার সময় পল্টিরোড এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা ঘটে।এতে মারাত্মকভাবে সুব্রত দেবনাথ নামে এক টি এস আর জওয়ান আঘাত পায়। সাথে সাথে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে খবর দিলে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে এসে আহত অবস্থায় সুব্রত দেবনাথ এবং অপর টি এস আর জওয়ানকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালে থাকা কর্মরত চিকিৎসক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সুব্রত দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা যায়, সুব্রত দেবনাথের বাড়ি খোয়াইয়ে।সুব্রত দেবনাথ রাধা কিশোর পুর থানায় কর্মরত ছিলেন। টি এস আর জওয়ান এর বাইক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ সহ রাধা কিশোর পুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথ। শুক্রবার ময়না তদন্ত করার পর মৃতদেহটি পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৪ ◻ ৩০ অক্টোবর ২০২১ ইং ◻ ১২ কার্ত্তিক ◻ শনিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মনুষ্যত্ববোধই প্রকৃত ধর্ম

মনুষ্যত্ব বোধ হইল প্রকৃত ধর্ম। মনুষত্ববোধ জাগ্রত করিতে পারিলেই মানুষের প্রকৃত বিকাশ ঘটিবে। মনুষ্যত্ববোধ এর অভাব জনিত কারণে ধর্মীয় হানাহানি মারামারি কাটাকাটি তীব্র হইতে তীব্র আকার ধারণ করিতেছে।বাংলাদেশ ধর্মীয় সংঘাতের জেট ধরিয়া আমাদের রাজ্য যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হইতেছে তাহা কোনভাবে মানিয়ে নেওয়া যাইতে পারে না। বিভেদ বিদ্বেষী হানাহানি দূর করিয়া একে অপরের পাশে দাঁড়াইতে হইবে।পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ গীতায় আছে "কর্মই ধর্ম"। আবার অন্যদিকে পবিত্র কোরান মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন বিধান। যাই হোক ঈশ্বর, আল্লাহ্‌, সৃষ্টিকর্তার, আরাধনা করাটাও ধর্ম। কিছু বিদগ্ধ মানুষের মতে, ধর্ম হইতেছে এক ধরনের বিশ্বাস। এই ধর্ম নিয়া মতভেদ হরেক রকমের। তবুও আমরা বলব, "ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এখানে জীব সেবা একটা পরম ধর্ম। তিনি দেশ বিদেশে বারংবার প্রচার করিয়াছিলেন, মানব সেবাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। তাঁহার ধর্ম মানুষ তৈরীর ধর্ম, দেশ গঠনের ধর্ম ও বিশ্ববোধের ধর্ম। আবার স্বামী বিবেকানন্দ এটাও বলিয়াছেন, "মানুষকে হত্যা করিয়া ধর্মকে রক্ষা পরিবার চাইতে ধর্মকে হত্যা করে মানুষকে রক্ষা করা বেশি পুণ্যের কাজ।" এতেই স্পষ্ট, স্বামী বিবেকানন্দ মানব সেবার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের কথায়, আত্ম- রক্ষার চেয়ে দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এইজন্য সহস্র ব্যক্তি আত্মবলিদান করিয়া দেশ রক্ষায় নিজেকে সপিয়া দিয়াছিলেন। এখানেও নিজের স্বার্থের চাইতে দেশের স্বার্থ বড়। সুতরাং দেশের, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে করণীয় কাজই ধর্ম। আজও বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে স্মরণীয় সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের কর্ম প্রচেষ্টার জন্য। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা। বিদ্যাসাগরের জীবনের বৃহত্তম কীর্তি বিধবা বিবাহ প্রচলণ। সুতরাং এই মহৎ কাজ বাস্তবায়নে তাঁহার নীতিগত ধর্মের সুফল লক্ষণীয়। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে শরৎ চন্দ্র সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে দেশের ঘরোয়া কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যেভাবে দেশের অবহেলিত, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-অপ্রেম, প্রতিহিংসার ছবি তাঁহার লেখার মধ্যে দিয়াআকিয়াছেন তাহাতে এটাই সুস্পষ্ট যে, "শরৎ চন্দ্র মূলত একজন মানবপ্রেমিক।" তাহা হইলে এখানে শরৎ চন্দ্রের মানব প্রেম একটা ধর্ম।

রবীন্দ্র নাথ "ধূলামন্দির"-কবিতায় লিখিয়াছেন, "নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে / দেবতা নাই ঘরে"। একজন প্রগতিশীল ধর্মপ্রাণা গুরুজী বলিয়াছেন, "কল্যাণ ধর্মই সত্য ধর্ম"। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি মানুষ। সব মানুষ সমান। সকল ধর্মই মানব কল্যাণের কথা বলে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের উক্তি, "মানব ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।" মাদার টেরিজার প্রথম পরিচয় তিনি আর্তের সেবিকা। দরিদ্রদের দিয়েছেন নিরাপত্তা, আশ্রয়হীনকে আশ্বাস, মুমূর্ষুকে সান্ত্বনা। আবার এই মানব সেবার কারণেই ভারত থেকে প্রথম ক্যাথলিক "সন্ত" হইলেন সিস্টার আলফান সো। অনেক মনীষী আবার ধর্ম-সাধনা মানে বলিতে চাহিয়াছেন এটা কোনো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বীকৃতি নয় ---- এখানে ধর্ম বলিতে বোঝায় সত্যের পথে চলা। এখানে একটি কথা ভীষণ প্রাসঙ্গিক, "মনুষ্যতেবোধ জাগ্রত হইতে পারিলেই ধর্মের জয় হইবে।

মডার্ন গ্লোবাল ইন্সুরেন্স পলিসি : জীবকুলের রক্ষাকবচ

অনুভব বেরা

মনে করুন পৃথিবীতে হঠাৎই ঘটল মহাপ্রলয়। সেই মহাপ্রলয়ে অধিকাংশ জীবকুল মারা পড়ল। ঝাড়েবংশে নির্বংশ হল বেশ কিছু জীব প্রজাতি। কমল মানুষের সংখ্যা, কমল পৃথিবীর জীবভর। এমন ধ্বস্ত বিপর্যস্ত পৃথিবী জুড়ে তখন ধ্বংস আর হাহাকারের ছবি। এই পরিস্থিতিতে মানুষ সহ যারা করলেন বটে, তবে সময় যত এগোতে লাগল তাদের বেঁচে থাকাটাই আরও বেশি চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়াল। অধিকাংশ জীবকুল খুইয়ে তখন ধ্বস্ত পৃথিবীর বাস্ততান্ত্রিক ভারসাম্য টালমাটাল। কী করে নতুন করে গড়ে তুলবে আগেকার সেই ভারসাম্য। আসলে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীব একে অপরের জড় উপাদানের সঙ্গে থাকে নাড়ির যোগ। কোনো একটির অভাবে বা অনুপস্থিতি অপরের অস্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। সেই প্রভাব কেউই অগ্রাহ্য করতে পারে না। সুতরাং বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জ একটা থাকবে।

মহাপ্রলয়ের পর সেই চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে হয়ত, তবে এর মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার ঘটে যাবে যা হয়ত অনেকেরই খেয়াল থাকবে না। পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে যে সকল জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তারা অনেকেই চিরকালের জন্য পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের আমরা আর কোনোদিন ফিরে পাব না। যেমনটা হয়েছে ডাইনোসরদের ক্ষেত্রে, ডাইনোসররা আজ ইতিহাসের পাতায়, সিনেমার পর্দায়।

এখন আরও একটা প্রশ্ন উঠে এসেছে, বর্তমানে এই অতি আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক জীবকুল কি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? হ্যা আছে। অন্তত ইতিহাস সেই কথা বলছে। পৃথিবীর অতীত ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে দলবদ্ধ বিলুপ্তির পাঁচটি ঘটনার কথা জানা যায়। যেগুলো ঘটেছিল কন্টিনেন্টাল ড্রিফট, তুষার যুগ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি মতো প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য। শেষবার এইরকম দলবদ্ধ বিলুপ্তির ঘটনা ঘটে প্রায় ৬ কোটি বছর আগে। একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে সজোরে আছড়ে পড়ে। সেই আঘাতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের লাভা বেরিয়ে আসে। উত্তপ্ত সেই লাভাস্রোত প্লাবিত বলে পৃথিবীর বেশিরভাগ অঞ্চল। আর তাতেই ধ্বংস হয় ৯০ শতাংশ জীবকুল। সম্ভবত এইভাবে পতন হয় ডাইনোসরদের সাম্রাজ্য। এবার ষষ্ঠবার ধ্বংসের প্রহর গুণছি আমরা। এই ব্যাপারে বহুদিন আগে থেকেই সতর্কবার্তা শুনিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের ধ্বংসের কারণ।

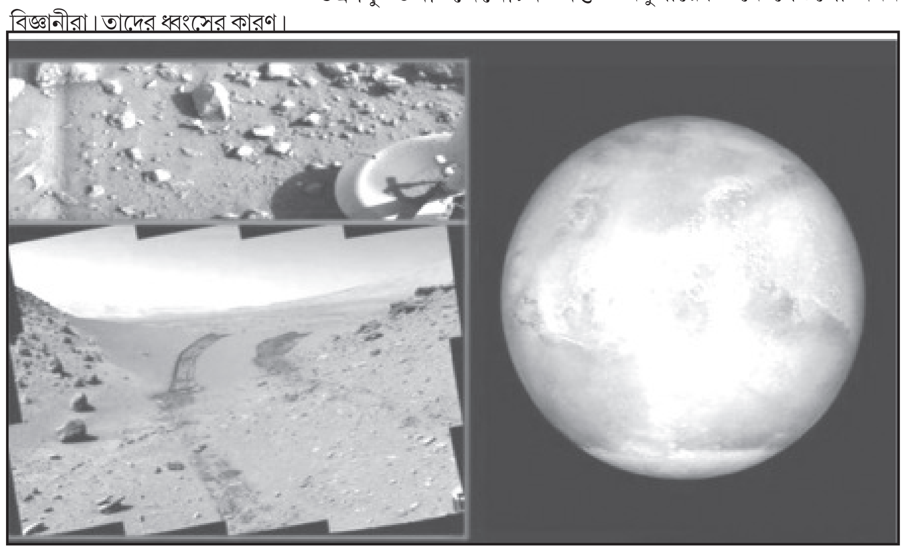

এখন কী হবে? এ থেকে রক্ষা পেতে চলমান সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিবর্তনকে বাঁচাতে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই!

এরকম বিপদের হাত থেকে কিম্বা প্রহাণুর আছড়ে পড়ার মতো বিপদ থেকে জীবকুলের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে সম্প্রতি এক অভিনব প্রকল্পের কথা বলেছেন অ্যারিজোনা কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারি-এর এরোস্পেস এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক জেকন থাঙ্গা ও সহকর্মীরা। মডার্ন গ্লোবাল ইনস্যুরেন্স পলিসি নামের এই প্রকল্প Institute of Electrical and Electronic Engineerinf (IEEE)-এর একটি কনফারেন্সে কিছুদিন আগে তারা পেশ করেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অভাবনীয় প্রকল্পটি বিজ্ঞানী মহলে রীতিমতো আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কী আছে এই প্রকল্পে ঃ এখানে বলা হয়েছে, আগত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে জীবকুলের সুরক্ষায় টাদের মাটির তলায় সুড়ঙ্গে সংরক্ষণ করা হবে ৬.৭ মিলিয়ন জীব প্রজাতির হিমায়িত বীজ, রেণু, কলা, ডিম্বাণু, শুক্রাণু তথা জেনেটিক বস্তু ডিএনএ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে চাদে কেন করা হচ্ছে এমন একটা প্রকল্প । যুক্তি গিয়ে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই চাঁদ নিয়ে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন গবেষমা চালিয়ে এসেছে। সেইসব গবেষণা থেকে পাঁচ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা গছে যা অন্যান্য গ্রহ বা উপগ্রহের ক্ষেত্রে সম্ভভ হয়নি। আগামী দিনে চাঁদ হবে মহাকাশ ভ্রমণের হল্ট স্টেশন। চাঁদ পৃথিবীর নিবকটবর্তী বলে যাতায়াতে কম সময় লাগবে যা এই প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করবে। তবে টাদের মাটিতে জীব প্রজাতির কলা কোষ জেনেটিক বস্তু সংরক্ষণের জোরালো যুক্তি লুকিয়ে আছে চাঁদের মাটির নীচে থাকা সুড়ঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। গবেষকরা বিভিন্ন অনুসন্ধান চালিয়ে ২০১৩ সাল নাগাদ টাদের ঠিক মাটির তলায় ২০০টির মতো সুড়ঙ্গের নেটওয়ার্ক খুঁজে পান। প্রায় ১০০ মিটার ব্যাসের এই তৈরি হয়েছিল কয়েক কোটি বছর আগে। সেই সময় টাদের বুক চিরে লাভা বেরিয়ে ব্যব তৈরি হয় এই সব আগ্নেয় সুড়ঙ্গ। বিজ্ঞানীরা মনে সংরকরেন এইরকম সুড়ঙ্গ আমাদের পৃথিবীতে থাকতে প্রযুপারে। তবে সেগুলো এখন ভূমিকম্প, ভূতাত্ত্বিক প্লেটের সরণে বা অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় বুজে গেছে। বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন চাঁদের মাটির মাই নীচের এসব সুড়ঙ্গগুলো তিন-চার বিলিয়ন বছর সেল ধরে অক্ষত ও অপরিবর্তিত রয়েছে। তাদের কথায় ডিগি এই সুড়ঙ্গগুলো প্রবল সৌর বিকিরণ, চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপামাত্রায় পরিবর্তন এমনকী গ্রহাণুক আছড়ে পড়ার প্রবলআঘাত সহ্য করে সুড়ঙ্গে রাখা বস্তুকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। তাদের এই ধারণাকে যাচাই করতে চাঁদের সুড়ঙ্গে বিশেষভাবে ডিজাইন করা রোবট পাঠাচ্ছেন। এই রোবট একেবারে গঠন, অবস্থান, তাপমাত্রা এছাড়া অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক প্যারামিটারগুলো ভালোবাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে গ্রাউন্ড স্টেশন অর্থাৎ পৃথিবীতে পাঠাবে তথ্য। তথ্য যাচাই করে নিশ্চিত হলে এগোবে পরবর্তী ধাপের কাজকর্ম। এই প্রকল্পের প্রধান জেকন থাঙ্গী প্রতিটি জীব প্রজাতির ৫০টি নমুনা ওখানে রাখা হবে। পৃথিবী থেকে চাঁদে এই সকল সুড়ঙ্গে নমুনা পৌঁছনোর জন্য ব্যবহার করা হবে রকেট এবং আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন । চমক এখানে শেষ হয়ে যায়নি। চাঁদের মাটিতে জিন বস্তু সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হবে ক্রায়োজেনিকস ও কোয়ান্টাম লেভিটেশনের মতো দুটি অত্যাধুকি প্রযুক্তির।

বর্তমানে বিপ্ন ও বিরল জীব প্রজাতি দুভাবে সংরক্ষণ করা হয় ১) স্বস্থানে in site, ২) অন্যস্থানে (in site, সংরক্ষণ। জীব প্রজাতির অন্যস্থানে সংরক্ষণের একটি উপায় হল বায়ো ব্যাঙ্ক বা জিন ব্যাঙ্ক গঠন। বায়ো ব্যাঙ্ক অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (-১৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) তরণ নাইট্রোজেন কলা, কোষ ভ্রূণ ডিএনএ প্রভৃতি ববুদিন সংরক্ষিত বলা হয় ক্রায়োসংরক্ষণ। যা ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তিরই ফসল। চাঁদে ডিএনএ, ডিম্বাণু, শুক্রাণু সংরক্ষণে এই ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতিরই সাহায্য নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণ করা হবে মাইনাস ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেজ তাপমাত্রায়, স্টেম সেল প্রভৃতিগুলো সংরক্ষণ করা হবে মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। সুড়ঙ্গপথে এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উ'পাদন দরকার। এর জন্য চাঁদে বসবে, সোলার প্যানেল। এরাই বিদ্যুৎ জোগাবে সবসময়। এখানে থাকবে বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি এলিভেটর, ধাতব ভাসমান সেলফ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে একটি সমস্যার কথা ভাবতে পারেন। অনেক, অতি নিম্ন তাপমাত্রায় ধাতবপাত্র আর সংরক্ষিত বস্তু একসঙ্গে জমে যাবে না তো? পৃথিবীর তাপমাত্রা যখন মাইনাস ৪৫ থেকে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি হয় তখন বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় কারণ এই তাপস্তারায় বিমানের ধাতব অংশ মূল কাঠামোর সঙ্গে জমে বিপদ ঘটাতে পারে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। ধাতব যন্ত্রাংশের সুরক্ষার জন্য ডিএনএ বাণ্ডারটি রাখা হবে শূন্যে ভাসমান অবস্থায়। এতেই ব্যবহৃত হবে। কোয়ান্টাম লেভিটেশন নামক অত্যাধুনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো অতি শীতল সুপার কন্ডাক্টর বা কোনো অতি শীতল বস্তু তাপ না হারিয়ে শক্তির স্থানান্তর ঘটনায়। এই শীতল ধাতব জিনবস্তু সহ ভাণ্ডার নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা শক্তিশালী চুম্বকের কেরামতিতে ভেসে থাকবে। চুম্বকের সরণের সঙ্গে ধাতব বস্তরও সরণ ঘটে। ফলে জিনবস্ত বাণ্ডারের স্থানান্তর ঘটাবে মানুষ ছাড়া রোবট ছাড়া একপ্রতার অবরিবর্তিত তাপমাত্রা।

বিষয়টি ম্যাজিকের মতো লাগলেও এর ভিত্তি হল পদার্থবিদ্যার বেশ কতগুলো নীতি। এই নীতিগুলোর উপর নির্ভর করে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। যেগুলোকে প্রয়োগ করে প্রকল্প সফল করার চেষ্টাচালানো হবে। জেকন থাঙ্গা ও তারসহযোগীরা এই প্রকল্পটি ২০২১ সালের মার্চ মাসে আইইইই- র এবোস্পেসকনফাবেন্সে উপস্থাপনকরেন। তীদের আশা, এইমিশন জীব প্রজাতির রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াবে। তবেসমস্ত কাজ গুছিয়ে আনতে সময় লাগবে। সে পর্যন্তআমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। (সৌজন্যে- দৈঃ স্টেটসম্যান)

একটি বিশেষ পরিবারের কোনও নারীর ক্ষমতায়নকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে না, দাবি সুকান্তর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : "কোনও একটি বিশেষ পরিবারের কোনও একজন নারীর ক্ষমতায়নকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে না।' শুক্রবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এভাবেই পাল্টা খোঁচা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

এদিন গোয়ায় তৃণমূলনেত্রী বলেন, "তৃণমূল মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে। তৃণমূলই একমাত্র সর্বভারতীয় দল যাদের সংসদে ৪১ শতাংশ নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি আছে।" এ প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন,'নারীর ক্ষমতায়ন মানে সমগ্র দেশের নারীরা যাতে ক্ষমতাবান হন। ভারতবর্ষে প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদী নিয়োগ করেন। তিনি কিছুদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। এটাকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে। কোনও একটি বিশেষ পরিবারের কোনও একজন নারীর ক্ষমতায়নকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে না।' গোয়ায় একযোগে বিজেপি-কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় গেলে মারধর করা হচ্ছে, অসম-উত্তরপ্রদেশে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না; গোয়ায় আমার পোস্টার বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। এরকম করলে তো ওরা মুছে যাবে।' তাঁর এই আক্রমণের পাল্টা খোঁচা দিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, কংগ্রেসকে মমতার সমালোচনা নিয়ে কিছু বলার নেই বিজেপির। একটা প্রশ্ন তৃণমূলনেত্রী নিজেকে করুন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা কেন কাজ করতে যান গোয়ায়? গোয়া থেকে তো কেউ পশ্চিমবঙ্গে কাজ করতে আসেন না?

বাসন্তীতে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী

বাসন্তী, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তীতে উদ্ধার বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনায় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বাসন্তী থানার অন্তর্গত সাতকেওড়া হায়দার মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ওই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে।

বাসন্তী থানার পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে সাতকেওড়া গ্রামের বাসিন্দা হান্নান মোল্লার বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি দেশজ বন্দুক-সহ অন্যান্য বেশ কিছু অস্ত্র। হান্নানের বাড়িটি গোটা ঘিরে ফেলে পুলিশ। চলে তল্লাশিও। গ্রেফতার করা হয় হান্নানকে। হান্নান কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথা থেকে এই বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্র আনা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, শনিবার সকাল থেকে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হবে। এলাকা জুড়ে টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারমধ্যে, এইভাবে বাসন্তীতে অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দমদম বিমানবন্দরে উদ্ধার সোনার বিস্কুট

কলকাতা,২৯ অক্টোবর (হি. স.): রাত পোহালেই খরদায় উপনির্বাচন। কিন্তু তারই আগে শুক্রবার দমদম বিমানবন্দরে উদ্ধার সোনার বিস্কুট। করোনা আবহের মাঝেই চলতি বছর পালিত হয় একুশের বিধানসভা ভোট। যদিও বিধানসভা ভোটের ফলের আগেই খরদার তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহা। আর সেই জন্যই খরদায় উপনির্বাচন আগামীকাল। এরই মাঝে দমদম বিমানবন্দরে উদ্ধার সোনার বিস্কুট। অভিযোগ বিমানের আসনের নিচে লুকিয়ে সোনা পাচারের চেষ্টা। এদিন দুবাই থেকে কলকাতাগামী বিমান দমদম বিমানবন্দরে অবতরণের পরই সেখান থেকে উদ্ধার হয় ৩০টি সোনার বিস্কুট। যার বাজারমূল্য ৮৭ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কারা জড়িত তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইন্টারনেটে স্বাস্থ্য পরিষেবা

ডা. সমীর বিওয়ালে

উপরে বর্ণিত দৃশ্যকল্প ইতিমধ্যে ভারত-সহ বিশ্বের কিছু অংশে বাস্তবসম্মত ঘটনা।

ইন্টারনেট সংযোগ এবং টেকনোলজি'র দ্রুত উন্নয়ন স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই ব্যবস্থা এখন ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকবে। সুদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে যেটা আজকের দিনে আমরা কল্পনায়ও আনতে পারব না। ওষুধ ও টেকনোলজি'র অগ্রগতি বহু অতীত কাল থেকে ঘটে চলেছে। যাই হোক, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে টেকনোলজি'র বৃহত্তম প্রভাব দেখা গিয়েছে গত একশ বছর কিংবা তারও আগে। অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ও নিরাপদে তার ব্যাপক মাত্রায় উৎপাদনের ঘটনা হল এর প্রধান উদাহরণ। বহু জীবনঘাতি সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রয়োগ ও তার ইতিবাচক প্রভাব হল আরও একটি উদাহরণ। এক্স-রে থেকে আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান, এমআরআই এবং পেট স্ক্যান চিকিৎসার ক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে একজন চিকিৎসক মানবদেহের ভিতরে কী রয়েছে, সেটা ভালোভাবে দেখে ও বুঝে নিতে পারেন। হার্ট ও লাং মেশিনের অগ্রগতি ছাড়া ওপেন হার্ট সার্জারি একেবারে অসম্ভব বিষয় ছিল। এই ধরনের উদাহরণের তালিকা বলে শেষ করা যাবে না।

নতুন সহস্রাব্দে আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবায় টেকনোলজি'র ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও একটি ঘটনার সাক্ষী। এখন স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রোগীদের সমস্ত রকমের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এখন সংরক্ষিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে ইলেকট্রিক হেলথ রেকর্ড (ইএইচআর)। এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করার মাধ্যমে এখন যেমন চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসা করাটা সহজ হচ্ছে, তেমনই সুবিধা হচ্ছে রোগীদেরও। এর মাধ্যমে রোগীদের আগের রোগের বিবরণ ও তার চিকিৎসার বিষয়গুলি স্থানীয় সাভারে অথাৎ বিভিন্ন হেলথকেয়ার প্রোভাইডারের ক্লাউড-এ সংরক্ষিত করে রাখার সুবিধা রয়েছে।

রোগীদের সমস্ত রকমের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এখন সংরক্ষিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে ইলেকট্রিক হেলথ রেকর্ড (ইএইচআর)। এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করার মাধ্যমে এখন যেমন চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসা করাটা সহজ হচ্ছে, তেমনই সুবিধা হচ্ছে রোগীদেরও। এর মাধ্যমে রোগীদের আগের রোগের বিবরণও

তারচিকিৎসার বিষয়গুলি সুরক্ষিত থাকছে। এই তথ্যগুলি স্থানীয় সার্ভারে অথবা বিভিন্ন হেলথকোয়ার প্রোভাইডারের ক্লাউও-এ সংরক্ষতি করে রাখার সুবিধা রয়েছে। চিকিৎসক কিংবা রোগীদের আর হাতে লেখা কাগজের নথি'র ওপর নির্ভণ করতে হবে না। এই ধরনের নথি রাখার ব্যবস্থা এখন অসম্পূর্ণ এবং ভাল যেতে পারে সবচেয়ে খারাপ পদ্ধতি।

অনেকগুলি কম খরচের ডায়াগোন্যাস্টিক কিট ও হাতে ব্যবহার করা স্ক্যানিং ডিভাইস এখন সংক্রমণ রোগ ও কিছু ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার করার জন্য উন্নত করা হয়েছে। ওই ডিভাইস থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি ইলেরট্রনিক পদ্ধতিতে রিমোট ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সহজেই দেখে নিতে পারেন। তারা রোগীর সম্পর্কে পাওয়া রোগের ওই তথ্য বিশ্লেষণ করে সময় নষ্ট না করে চিকিৎসার বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। এখন প্রশিক্ষিত ও কমিউনিটি ভিত্তিক হেলথকেয়ার টেকনিশিয়াল ও নার্সরা দূরবর্তী স্থানের হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা করতে পারেন। প্রাথমিকভাবে স্ক্রিনিং ক্যাম্পে এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিত থাকাটা আর অপরিহার্য নয়।

টেলিমেডিসিন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন একজন চিকিৎসক রোগীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, এই বিষয়টি এখন ক্রমশ বাড়ছে। যাঁদের কাজের প্রচুর চাপ, তারা সময় বাঁচাতে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। এই ধরনের টেকনোলজির সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন দূরবর্তী অবস্থানের রোগীরা, যদি তাঁরা সর্বত্রচারী সেলফোন নেটওয়ার্কের সংযোগের মধ্যে থাকেন। তাঁরা খুব সহজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেবেন। এই ব্যবস্থার সামলিয়ে চিকিৎসকের কাছে না দেলেও চলবে।

স্বাস্থ্য পরিষবার ক্ষেত্রে আরও একটি বন রকমের পরিবর্তন হল এই বিষয়ে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপস)-এর উন্নতি, যা যে কোনও স্মার্টফোনে সহজেই ডাউনলোড করে নেওয়া যায়। বর্তমানে হাইপারেটেশন অথবা ডায়াবেটিসের মত ক্রনিক রোগের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার বিষয়ে হাজার হাজার এই ধরনের অ্যাপ এসেছে। মেডিকেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ আপনাকে সময়মত ওষুধ গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সহজ রেফারেন্সের জন্য আপনার ব্যক্তিগত হেলথ রেকর্ডের সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অ্যাপ রয়েছে। এছাড়া ফিটনেস, ওয়েট লস ইত্যাদি বিষয়েও অ্যাপ ডাউনলোড করে নিচ্ছে বহু মানুষ। যাইহোক, এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি (বিশেষ করে ফিটনেস/ওয়েট লস) হেলথকেয়ারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কি-না নাকি এগুলি স্মার্টক্ষোনের স্ক্রিনে নিছকই আবর্জনা হিসেবে অবস্থান করছে সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা ক্রেডিট কার্ড-এর তথ্যের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। স্থানীয় সার্ভার বা ক্লাউডের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হওয়ার ঘটনা সমগ্র হাসপাতালের কাজকে থামিয়ে দিতে পারে। আধুনিক হাসপাতালের বহু রোগীর কাছ থেকে পাওয়া একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া হল—পরামর্শের সময় একজন চিকিৎসক তাঁদের চেয়ে কম্পিউটারের স্ক্রিনের প্রতি বেশি মনোযোগী।

সযত্নে ব্যবহার করার পরিবর্তে ডায়গোন্যাস্টিক কিট বা ডিভাইসগুলি যদি ভুলভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভুল ফল দিতে পারে। এর ফলে রোগী ও সংশ্লিষ্ট অন্যরা অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে পারে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাই সঠিক ফল পেতে হলে নতুন টেকনোলজি'র পাশাপাশি দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য অপারেটরেরও প্রয়োজন রয়েছে।

টেবিমেডিসিনের মাধ্যমে পরামর্শের ক্ষেত্রে এর নিজস্ব একটা দুর্বলতা রয়েছে। ইন্টারন্টের সংযোগ হয়ত অনেক শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে মানসিক সযোগ প্রতিষ্ঠিত করা অনেক কঠিন কাজ। রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে সহানুভূতির সম্পর্ক তৈরি করাটা বড় চ্যালেঞ্জ। একজন চিটিৎসককে রোগীর চিকিৎসা করার জন্য রোগীর মানসিক অবস্থা, তার কষ্ট ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে প্রাথমিকভাবে অবহিত হতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে রোগীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার কাছ থেকে রোগের দীর্ঘ ইতিহাস জানতে হবে। রোগের লক্ষণগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং এরপরে প্রয়োজনয় পরীক্ষাগুলি করার নির্দেশ দিতে হবে। এরপরে প্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দেবেন চিকিৎসক। সামগ্রিকভাবে আমি বলব যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থার কোনও নতুন ঘটনা নয়। যদিও এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে খরচ অনেক বেশি বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচ কমে যায়। স্বাস্থ্যকর জনতা অনেক সুখি এবং তাদের মধ্যে উৎপাদশীলতাও অনেক বেশি। তাই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সাশ্রয়ী চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে দিয় সুবিধাজনও নিরাপদে বিশেষ করে আরও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবস্থা মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষবার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কখনও ভুলে যাবেন না, মানব স্পর্শ যেকোনও স্ক্রিনের চেয়েও অনেক বেশি অনুভূতি বহন করে। এর মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রোগ নিরাময়ের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

হৃদরোগে প্রয়াত কন্নড় অভিনেতা পুনীত রাজকুমার, শোকে বিহ্বল ভক্তরা

বেঙ্গালুরু, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): চিকিৎসকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও প্রাণে বাঁচাতে পারলেন না, মাত্র ৪৬ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন কন্নড় অভিনেতা পুনীত রাজকুমার। বুকের ব্যথায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অভিনেতা পুনীত রাজকুমার। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে বেঙ্গালুরুর বিক্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, অভিনেতার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। আইসিইউ-তে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পরে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

বুকের ব্যথায় শুক্রবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা পুনীত রাজকুমার। বেলা ১১.৩০-১১.৪০ মিনিটের মধ্যে তাঁকে বেঙ্গালুরুর বিক্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাঃ রঙ্গনাথ নায়েক জানান, 'বুকে ব্যথা অনুভব করায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পুনীতকে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এখন কিছুই বলা সম্ভব নয়। তাঁকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল। আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছে।' পরে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জীবনাবসান হয়েছে অভিনেতার। জনপ্রিয় কন্নড় অভিনেতার অকাল-প্রয়াণে শোকের ছায়া চলচ্চিত্র জগতে। স্তব্ধ ভক্তরা অভিনেতার মৃত্যুর দুঃসংবাদ শোনার পরই হাসপাতালের বাইরে জড়ো হন।

নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ ফেসবুকের নয়া নামকরণ "মেটা"

ওয়াশিংটন, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ফেসবুক। ফেসবুক সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে নতুন নাম ঘোষণা করেছেন মার্ক জুকারবার্গ। ফেসবুকের নতুন নাম রাখা হয়েছে 'মেটা'। ফেসবুকের নাম বদলে দেওয়া হতে পারে, এ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই একটা আলোচনা চলছিল। কিন্তু কী নাম রাখা হবে তা নিয়ে চলছিল গুঞ্জন। অবশেষে ফেসবুকের নতুন নামকরণ করলেন জুকারবার্গ। বৃহস্পতিবার ফেসবুক সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে মার্ক জুকারবার্গ জানিয়েছেন, "সামাজিক সমস্যা নিয়ে লড়াইয়ের মধ্যে থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। একটা সীমার মধ্যে বদ্ধ ছিলাম। এ বার সেই সীমা ছাড়িয়ে নতুন পর্যায়ের সফর শুরু হয়েছে।" ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ এবং আগের ফেসবুকের তুলনায় অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক 'মেটাভার্স'। আমেরিকার বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা ফেসবুক ইনকর্পোরেশন নাম বদলালেও ফেসবুক অ্যাপটির নাম বদলায়নি। ইনস্টাগ্রাম, ওকুলাস, হোয়াটসঅ্যাপের মতো ফেসবুক অ্যাপটিও থাকছে বলে জানিয়েছেন জাকারবার্গ।

ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক আখাউড়া ও কসবায় লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর

মনির হোসেন,ঢাকা,২৯ অক্টোবর।। ভারত সরকার এবং জনগণের পক্ষ থেকে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল ও আখাউড়াা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে দু'টি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করেন।

শুক্রবার (২৯ অক্টোবর) সকালে আখাউড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স গুলো হস্তান্তর করা হয়।

একই দিনে কসবায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আরেকটি অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে একটি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক দু'টি অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন।

সম্পূর্ণ নতুন ও অত্যাধুনিক জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্সগুলি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগামী রোগীদের মানসম্মত জরুরীসেবা এবং ট্রমা লাইফ সাপোর্ট প্রদান করতে প্যারামেডিক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক ২০২১ সালের মার্চ মাসে তার বাংলাদেশ সফরকালে ঘোষণাকৃত ১০৯ টি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের সামগ্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে অ্যাম্বুলেন্সগুলি প্রদান করা হয়েছে।

উত্তর কোরিয়ায় খাদ্য সংকটের মোকাবিলায় কম খাওয়ার নির্দেশ কিম জং উনের

পিয়ং ইয়াং, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর কোরিয়ায় খাদ্য সংকটের মোকাবিলায় আগামী ৪ বছর কম খাওয়ার নির্দেশ দিলেন রাষ্ট্র প্রধান কিম জং উন। দেশের ওপর নেমে আসা এই চরম বিপর্যয় মোকাবিলায় দেশবাসীকে এই আজব নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে উঠে আসে আগামী দিনে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়তে চলেছে কিম জং উনের দেশ। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে উত্তর কোরিয়ায় এই মুহূর্তে ৮ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাবারের ঘাটতি আছে, যা সমগ্র দেশবাসীর প্রায় ২ মাসের মোট খাবারের পরিমাণ। অনাহার চরমে পৌঁছেছে উত্তর কোরিয়ায়। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষই অপুষ্টিতে ভুগছেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে বিশেষজ্ঞদের দাবি, এখন থেকেই প্রশাসন যদি বিষয়টি নিয়ে সতর্ক না হয় তাহলে আগামী ৪ বছর ধরে এই খাদ্য সংকট চলবে উত্তর কোরিয়ায় এবং অপুষ্টির শিকার হয়ে শয়ে শয়ে মানুষের মৃত্যু হবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর পরেই উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান সব দায়ই তিনি চাপিয়েছেন দেশবাসীর ওপরে। খাদ্য সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৪ বছর দেশবাসীকে কম খাবার খেতে হবে। তাঁর দাবি, উত্তর কোরিয়ায় এই খাদ্য সংকটের জন্য দায়ী একের পর এক হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রথমে করোনা পরে টাইফুন একের পর এক দুর্যোগে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা।

বাড়ল অস্বস্তি, বম্বে হাইকোর্টে অনিল দেশমুখের আর্জি খারিজ

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের আবেদন খারিজ করে দিল বম্বে হাইকোর্ট। অনিল দেশমুখকে হাজিরা দেওয়ার জন্য বহুবার সমন পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি-র সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনিল দেশমুখ। কিন্তু, শুক্রবার তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে উচ্চআদালত।

অনিল দেশমুখকে অন্ততপক্ষে ৫ বার সমন পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু, একবারও হাজিরা দেননি তিনি। ইডি-র সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনিল দেশমুখ। শুক্রবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিন অনিল দেশমুখের আর্জি খারিজ করেছে বিচারপতি নীতিন এম জামদার ও বিচারপতি সারাং ভি কোটওয়ালের ডিভিশন বেঞ্চ।

গুরগাঁওয়ে প্রকাশ্য স্থানে নমাজে প্রতিবাদ, আটক ৩০

গুরগাঁও, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানায় প্রকাশ্য স্থানে শুক্রবারের নমাজের প্রতিবাদ। শুক্রবার গুরগাঁওয়ের ১২-এ সেক্টরে এই ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়াল। নমাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৩০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করল হরিয়ানা পুলিশ।

গুরগাঁওয়ের মহকুমা শাসক অনিতা চৌধুরী বলেছেন, "এলাকায় নমাজের জন্য ৩৭টি স্থান চিহ্নিত করা রয়েছে। সেখানে নমাজে বাধা দেওয়া হলে পুলিশ-প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে। যাঁরা নমাজে যোগ দিতে আসবেন তাঁদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

গত শুক্রবারেও গুরগাঁওয়ের ১২-এ এবং এবং ৪৭ নম্বর নমাজ ঘিরে অশান্তি হয়েছিল। সে কারণে এ বার ছিল কড়া পুলিশি ব্যবস্থা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, রাস্তা আটকে এমনকি প্রকাশ্য কোনও স্থানেই নমাজের আয়োজন করা যাবে না। কেবলমাত্র ধর্মস্থানে নমাজ পাঠ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যদিও প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষেই দীর্ঘ দিন ধরে গুরগাঁওয়ের ৩৭টি মুক্ত স্থানে শুক্রবারের নমাজের আয়োজন হয়ে আসছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৯৮২ জন

কলকাতা,২৯ অক্টোবর (হি. স.):প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা হানা। এরই মাঝে ৯০৯ পেরোল আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৯৮২ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯৮২ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৯১,০১৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,১১৩। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৮৬০। যার ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫,৬৩,৬৭৮। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.২৮ শতাংশ।

'বুর্জ খলিফা যে না হয়', ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালানো নিয়ে বলছে বিজেপি

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : অবশেষে খাতায়-কলমে চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেন। কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা, বিরোধীরাই বা কী বলছেন? পাঁচ মাস আগে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোভিড নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। মাঝে স্টাফ স্পেশাল হিসেবে বেশ কিছু ট্রেন চালানো শুরু হলেও লোকাল ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি চালু করা হয়নি। গত কয়েক মাসে ট্রেনের সংখ্যা কম থাকলেও রুটি-রুজির টানে প্রতিনিয়ত বহু মানুষকেই ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়েছে। তাই ট্রেনের সংখ্যা কম থাকায় চোখে পড়েছে বেশি ভিড়। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত কি আদৌ ফলপ্রসূ হয়েছে, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। আবার কারও মতে, ট্রেন বন্ধ না করলে আরও মাত্রা ছাড়াতে পারত সংক্রমণ। বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'অনেক আগেই ট্রেন চালানো উচিৎ ছিল। রেল তো অনেক আগেই বলেছে যে আমরা প্রস্তুত আছি। তবে যাত্রী সুরক্ষা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। পুজোর সময় রাজ্য সরকার তৃণমূলের আয়োজিত বিভিন্ন পুজোয় জনজোয়ারে গা ভাসানোর অনুমতি দিয়েছিল, যার জন্য আজ করোনা বাড়ছে। সেখানে সরকার অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। অথচ, যাতে মানুষের সুবিধা হবে, সেই ট্রেন চালানোয় কেন এত দেরি। জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ট্রেন চালু হচ্ছে খুব ভালো কথা। কিন্তু বুর্জ খলিফা যেন না হয়ে যায়। ট্রেনের নামে আর যেন সেই পরিস্থিতি না হয়। আর এক বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সরকার একটা অপরিকল্পিত ভাবে চলছে। পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিয়ে চলছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কাজল কৃষ্ণ বণিক বলেন, 'লোকাল ট্রেন আমাদের লাইফলাইন। লোকাল ট্রেন চালু হওয়ার অর্থ জীবনের গ্রিন সিগন্যাল।' তাঁর কথায়, স্কুল-কলেজ বা অফিস সবকিছু চালু হবে আর মানুষ বাদুড়ঝোলা হয়ে ট্রেনে যাতায়াত করবেন, এটা ঠিক নয়। তবে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালানো চ্যালেঞ্জ। মানুষ পারে না এমন কোনও কাজ নেই। আমরা যদি সবাই সহযোগিতা করি, তাহলে পরিস্থিতি ভালোই হবে।' আর এক জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ দলুইয়ের কথায়, এটা সত্যিই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তবে নিউ নর্মালে কী ভাবে বাঁচতে হবে, তা আমরা শিখে গিয়েছি। মানুষকে সচেতন হতে হবে, মানুষ সচেতন না হলে সরকারকে কড়া হতে হবে। কোভিড বিধি পালন করে কী ভাবে পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব, তা দেখতে হবে। করোনা সংক্রমণ যে ভাবে বাড়ছে, তাতে সব বন্ধ রাখা উচিৎ, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তাই প্রশাসনকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যাত্রীদের অনেকেই লোকাল ট্রেন চালু হওয়ায় খুশি। বিশেষত যারা প্রত্যেক দিন প্রবল ভিড়ে যাতায়াত করছিলেন, এই কয়েক মাস ধরে, তাঁরা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন। তবে, ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালানো কী আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেকেরই। তাঁরা মনে করেন, ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়।

অবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করতে হবে জাতীয় হিন্দু ফোরাম

মনির হোসেন,ঢাকা,২৯ অক্টোবর।। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরাম।

শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবি জানান বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরামের সভাপতি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শিল্পী বীরমুক্তিযোদ্ধা ড, মনোরঞ্জন ঘোষাল। কুমিল্লাসহ সর্বশেষ কুমারখালীর জোত পাড়ায় সার্বজনীন পূজা মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, পূজামন্ডপে , প্রতিমা ভাঙচুর ,হত্যা,ধর্ষন, হিন্দু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও বাড়ী-ঘরে লুটপাটসহ এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরামের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা শ্রী কালিপদ মজুমদার।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শ্রী মানিক চন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ নাথ বিশ্বাস। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফোরামের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আশালতা বৈদ্য, এডভোকেট পরিমল বিশ্বাস, এডভোকেট নারায়ন চন্দ্র দাস, এডভোকেট বাসুদেব গুহ, রাধা রানী দাস,মধু সূদন মন্ডল,গোপাল চন্দ্র মন্ডল, অজয় কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ফোরামের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা ড় মনোরঞ্জন ঘোষাল তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভাইদের জাগ্রত হতে হবে। কারণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, বাংলাদেশের সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। এতে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর ধর্মকে কোন রাজনীতিতেও আনা যাবে না। অথচ আজ বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ থেকে সরে গিয়ে আমরা নিজেদের মনগড়া কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আজ দেশের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনসহ সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষায় এগিয়ে এসে দেশের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে কালিপদ মজুমদার বলেন, একটি বিশেষ মহল বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে এদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চেষ্টা চালাচ্ছে। স্বাধীনতার পতাকাবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কেন হিন্দু সমপ্রদায়ের ওপর আঘাত হবে এটা আমার বোধগম্য নয়। তিনি বলেন, ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হয়েছে, হামলা হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে তা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুফত বিচার দাবী করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এটা রুখবার ক্ষমতা কারো নেই। তাই এই উন্নয়ন কর্মকান্ডকে নস্যাৎ করার জন্য একটি কুচক্রী মহল তাদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়কে বেছে নিয়েছে। এটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে তিনি হিন্দু সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

তৃণমূলে যোগ না দিলে খেলায় 'না', লিয়েন্ডার নিয়ে তোপ দিলীপ ঘোষের

রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : "কারোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝান্ডা ধরালেই কি সব হয়ে যায়?" শুক্রবার তৃণমূলে লিয়েন্ডারের যোগদানের পর এই প্রশ্ন তুললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ পদ্ম শিবির।

দিলীপবাবুর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপধ্যায়ের তো গোয়াতে কোনও সংগঠনই নেই। কোনও দলই নেই। আগে দলটাতো তৈরি হোক। তাছাড়া এমনিতেও, ভয় দেখিয়ে নয় অনেক টাকা খাইয়ে তৃণমূলে যোগদান করানো হচ্ছে। তৃণমূল না করলে বাঁচা যাবে না, থাকা যাবে না, খেলাধুলো করা যাবে না এটাই তো পরিস্থিতি করে দেওয়া হয়েছে। তাই কে যোগদান করল ও নিয়ে অত ভাবিত নই।"

প্রসঙ্গত, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া সফরকে প্রথম থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। পদ্ম শিবিরের দাবি, যে দলের সংগঠনই পোক্ত নয়, সেই দল কী করে ক্ষমতায় আসবে? কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার কটাক্ষ হেনে বলেছেন, "গোয়ায় কেউ ঘুরতে যেতে চাইলে যেতেই পারেন। তবে দল গঠন করার লাভ হবে না।"একুশের বাংলা বিধানসভা ভোটে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, এবার গোটা দেশজুড়েই খেলা হবে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরাতে ডালপালা মেলতে শুরু করেছে ঘাসফুল। এরই মধ্যে গোয়াতেও চমক জিইয়ে রাখলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরব সাগরের তীরে শুক্রবারের দুপুরে একেবারে 'খেলা' জমজমাট। টেনিস জগতে জগৎ জোড়া নাম যাঁর, ভারতের গর্ব যিনি, গোয়ার সেই ভূমিপুত্র লিয়েন্ডার পেজকেই তৃণমূলে আনলেন মমতা।

এদিন লিয়েন্ডার পেজকে পাশে নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মানুষের ওপর আমরা আস্থা রাখছি। এই বছরটা নতুন সকালের বছর হোক। গোয়া এখন খুবই অবহেলিত। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রাখব। দিল্লির লাড্ডু চলবে না। দিল্লির দাদাগিরিও চলবে না। গোয়ার মানুষই গোয়া চালাবে। আমরা রূপরেখা তৈরি করে দেব।" তৃণমূলে যোগ দিয়ে লিয়েন্ডার পেজ বলেন, "দিদি আমাকে যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি যখন দেশের হয়ে টেনিস খেলেছি, সেই সময় দিদি ক্রীড়া মন্ত্রী ছিলেন। খুবই উৎসাহ দিতেন, খুবই এনকারেজিং তিনি। আমার দেশের জন্য গত ৩০ বছর বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। দেশের হয়ে টেনিস খেলেছি। এখন টেনিস থেকে অবসর নেওয়ার পর এবার রাজনীতির মাধ্যমে আমি মানুষের জন্য, দেশের জন্য কাজ করতে চাই।" লিয়েন্ডারের কথায়, "দিদি প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন। ওনার নেতৃত্বে কাজ করব সত্যিই আনন্দের। ধর্ম-বর্ণ-জাতির ভেদাভেদ নয়, আমার দেশ গণতন্ত্রের সংস্কৃতি ঐতিহ্যে বিশ্বখ্যাত হবে এটাই চাই। আমিও এই জয়যাত্রার অংশী হতে চাই।"

গোয়ায় মমতার হাত ধরে ঘাসফুলে টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : গোয়ায় তৃণমূলে বড় চমক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দলে যোগ দিলেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। শুক্রবার পানাজিতে মমতার সাংবাদিক বৈঠকে মমতার হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নেন লিয়েন্ডার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

তারকা খেলোয়াড় ছাড়াও লিয়েন্ডারের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আরও একটি বড় তাৎপর্য রয়েছে। কারণ লিয়েন্ডার কলকাতার ছেলে। কলকাতায় জন্মেছেন। পড়াশোনাও করেছেন কলকাতাতেই। এমনকি জন্মসূত্রেও বাংলা যোগ রয়েছে লিয়েন্ডারের। বাংলার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধর লিয়েন্ডার। তাঁর মা জেনিফার পেজ কবির প্রপৌত্রী। লিয়েন্ডারের বাবা ভেস পেজ জন্মসূত্রে গোয়ান। যদিও ভেস কলকাতাতেই থেকেছেন বেশি। সেই সূত্রেই কলকাতার লা মার্টিনিয়ারে পড়াশোনা লি-র। সেই হিসেবে বাংলা এবং গোয়ার দুই রাজ্যেরই প্রতিভূ বলা যায় লিয়েন্ডারকে। বাংলার তৃণমূলের গোয়ায় রাজনৈতিক সূচনার উপযুক্ত মুখও।

ওলিম্পিক্সে সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জজয়ী লিয়েন্ডার ভারতের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা। ডাবলসে আটটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম এবং মিক্সড ডাবলসে ১০টি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জেতার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। ভারতের খেলাধূলোয় সর্বোচ্চ সম্মান খেলরত্ন পেয়েছেন। কেন্দ্র তাঁকে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, অর্জুন পুরস্কারেও সম্মানিত করেছে। শুক্রবার সকালে গোয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী নাফিসা আলি। সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনও। জাতীয় স্তরের সাঁতারু তথা প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া নাফিসা ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মমতার বিরুদ্ধে লড়ে হেরেছিলেন। এর পর ২০০৯ সালে দল বদলে তিনি উত্তরপ্রদেশের লখনউ কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হন। কিন্তু সেখানেও জিততে পারেননি।

ভারতে মানবপাচারের নিরাপদ রুট বাংলাদেশের যশোর

মনির হোসেন,ঢাকা,২৯ অক্টোবর।। মানবপাচার দমনে বাংলাদেশের যশোরে একটি ট্রাইব্যুনাল দাবি করা হয়েছে। 'মানবপাচার ও অনিয়মিত অভিবাসন থেকে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা' বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে এ দাবি জানানো হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রেসক্লাব যশোর মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, ভারতে মানবপাচারের নিরাপদ রুট হিসেবে যশোরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য ঢাকার পরেই যশোরে মানবপাচারের ঘটনা সবচেয়ে বেশি। জেলায় বর্তমানে মানবপাচারের ৬১৩টি মামলা বিচারাধীন। অথচ মাত্র ২৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩৬টি মামলা চলছে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে। মানবপাচার দমনে যশোরে ট্রাইব্যুনালের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে প্রত্যেক জেলায় ট্রাইব্যুনাল থাকার কথা থাকলেও মাত্র সাতটি বিভাগীয় শহরে এই ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। যশোরের বিচারক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সুধীজনদের দাবি যশোর যেহেতু দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর পাচারপ্রবণ জেলা, এজন্য এ জেলায় একটি ট্রাইব্যুনাল থাকা খুবই জরুরি।' অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সারাদেশে মানবপাচারের প্রায় ছয় হাজার মামলা বিচারাধীন। পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে ২১ শতাংশ নারী ও ১১ শতাংশ শিশু রয়েছেন। আর গত নয় বছরে মাত্র চার শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্পাদক এসএম তৌহিদুর রহমান। ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের জেলা ব্যবস্থাপক দেবানন্দ মন্ডলের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্যম দেন জেলা ব্র্যাক সমন্বয়ক আলমাছুর রহমান। অনুষ্ঠানে গ্রামের কাগজের বার্তা সম্পাদক সারোয়ার হোসেন, সমাজের কথার বার্তা সম্পাদক মিলন রহমান, নিউ এজের সাইফুর রহমান, প্রথম আলোর প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির 'ফার্মেন্টেশন'র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফেঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

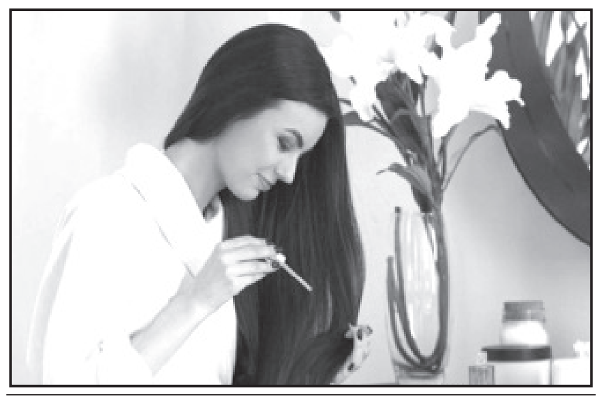

গুড় খাওয়ার ফলে যে উপকার গুলি পাবেন জেনেনিন

সারা দিনের নানা কাজকর্মের শেষে অনেক সময় শরীরে আর শক্তি থাকে না। অসম্ভব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগে সারাদিন। এমন অবস্থায় হাতের কাছে একটি পানীয় হতে পারে আপনার সকল ক্লান্তির চিকিতসা। হালকা গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে খেলেই দূর হবে সব ক্লান্তি।

গুড়ে কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই এটি শরীরে তাতক্ষণিক এনার্জি জোগাতে সক্ষম হয়। শুধু এনার্জির জোগান দেওয়া নয়, গুড় শরীরের পক্ষে নানা দিক দিয়েই ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গুড়ের নানা উপযোগিতার কথা বলা আছে। ওষুধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে গুড়ই যথেষ্ট। তবে রিফাইন করা চিনির চেয়ে আখ বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এনার্জির জোগান দেওয়া ছাড়া গুড় জল আর কি কি করে উপকার করে শরীরের, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মেটাবলিজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ১, বি ৬ ও ভিটামিন সি দ্বারা পরিপূর্ণ হল গুড়। এছাড়াও এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ। তাই সকালে বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে গুড় জল পান তা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও দৃঢ় করে।

ওজন কমায় : বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলি যে মিষ্টি খেলেই ওজন বাড়ে। কিন্তু মিষ্টি খেলেও যে ওজন কমে, এটা কী ভাবে সম্ভব? গুড়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। গুড়ে পটাসিয়াম আছে বলে এটি শরীরে ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখে। তাই জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় আর বাড়তি মেদও কমে। পেশি গঠনেও সাহায্য করে গুড়। শরীর সুস্থ রাখে : গুড় প্রাকৃতিকভাবে লিভার পরিস্রুত করে এবং রক্তও পরিষ্কার করে। নিয়মিত গুড় খেলে ত্বকের উজ্জলতা বাড়বে এবং শরীর টক্সিনমুক্ত হবে।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায় !

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

সোনামণির বাহারি মশারি

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছে সব বয়সী মানুষ। শিশুরা তো আরও ঝুঁকিতে। মশারি ব্যবহার করলে মশার এই অত্যাচার থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারবেন, তেমনি বাঁচাতে পারবেন আপনার সন্তানকেও। তাই ব্যাঘাতহীন ঘুমের জন্য মশারি ব্যবহার উত্তম এবং নিরাপদও। বাজারে শিশুদের জন্য আছে বাহারি মশারি। এসব মশারি যেমন শিশুকে নিরাপদ রাখবে, তেমনি রঙিন মশারি ঘরে যোগ করবে বাড়তি সৌন্দর্য।

মশা থেকে বাঁচতে

নিজ ঘরে মশা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সস্তা, দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর এবং নিরাপদ উপায়টির নাম মশারি। কয়েল বা ওষুধে মশা না—ও মরতে পারে, তবে চারদিক গুঁজে নিয়ে এবং ভেতরে মশা নেই, সেটা নিশ্চিত করে মশারির ভেতর ঢুকে বসে থাকলে মশা যে কামড়াতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিউমার্কেটের মশারি ও পর্দার দোকান মায়ের দোয়া স্টোরের বিক্রয়কর্মী আশিক হোসেন জানান, সারা বছর ছোট মশারি কমবেশি চলে।

ছোটদের মশারি

ঢাকার গুলশান ১ নম্বরের এনডিসিসি মার্কেটে মশারি কিনতে এসেছেন গৃহিণী ফারজানা খন্দকার। তিনি বলেন, 'আমার আট মাসের সন্তানের জন্য বাহারি মশারি কিনতে এসেছি। দিন দিন মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। আমার সন্তান যেহেতু সারাক্ষণ শুয়েই থাকে, তাই দেখতে সুন্দর, এমন মশারি কিনতেই মার্কেটে আসা।' ছোট শিশুদের জন্য আলাদা মশারি বেশ জরুরি। কারণ, শিশুরা একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তখন বড় মশারি টানিয়ে রাখা বেশ ঝামেলার। আর না টানালে মশার উৎপাতে আপনার সোনামণি আরামে ঘুমাতে পারবে না। তা ছাড়া ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিশুদের দিনের বেলায় ঘুম পাড়ালেও মশারি টানানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ছোট মশারি ব্যবহারই সুবিধাজনক। আর এখন বাজারে শিশুদের জন্য বাহারি সব মশারিও পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনোটি চেইন দিয়ে তৈরি ঘরের মতো। একে স্প্রিং মশারি বলে। কোনোটি আবার লোহার দণ্ডের সঙ্গে নেট প্যাঁচানো। কোনোটি আবার ছাতার মতো খোলা যায়। কিছু আবার আছে বিছানাসহকারে তৈরি বেড সেটিং মশারি।

আপনি চাইলে মশারি রেডিমেড কিনতে পারেন আবার বানিয়েও নিতে পারেন। তবে রেডিমেডের চেয়ে বানানো মশারিই বেশি টেকসই। অবশ্য এ জন্য খরচাপাতিও একটু বেশি গুনতে হবে। সাধারণত মশারির নেট কাপড় এবং সাইজের ওপর নির্ভর করে এর দরদামের পার্থক্য।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেস্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

অতিরিক্ত ধাতুস্রাব অগ্রাহ্য করবেন না

মেয়েদের পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত স্বাভাবিক মনে হলেও বিষয়টি স্বাভাবিক নয়। যে কোন মেয়েরই যাদের পিরিয়ড শুরু হয়েছে তাদের এ সমস্যা হতে পারে। সঠিক চিকিৎসার অভাবে এদের অনেকেই ক্রনিক অ্যানিমিয়া-সহ নানা সমস্যায় ভোগেন। তবে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় এবং সচেতনতা বাড়ায় আগের থেকে অনেক বেশি রোগ ধরা পড়ছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিশোরী এবং ৪০ বছরের বেশি বয়সিদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি বাড়ে। কারণ, কিশোরী বয়সে পিরিয়ড শুরুর সময় এবং ৪০ বছর বয়সের পর মেনোপজের আগে শরীরে সাময়িক ভাবে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের তারতম্য হয়। এর ফলেই অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের সমস্যা বাড়ে। আবার অতিরিক্ত ওজনের কারণেও হেভি ব্লিডিং হতে পারে।

অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের কারণ: ১. জরায়ুতে ফাইব্রয়েড বা টিউমার। ২. ওভারিতে কোনও সমস্যা থাকলে ঠিক মতো ডিম্বাণু নিঃসরণ হয় না। তাতে প্রোজেস্টেরন হরমোন উতপাদন কমে গিয়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। ৩. জরায়ু লাইনিং এ বিনাইন (অর্থাত ক্যানসার নয় এমন) পলিপ হলে। ৪. জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের সমস্যা। ৫.জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস ব্যবহার করলে তার পার্শ প্রতিক্রিয়ায়।

৬. সারভিক্সে সংক্রমণ। ৭. গর্ভপাত ।৮. ইউটেরাস ও সারভিক্সের ক্যানসার হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ৯. হরমোন ওষুধ, রক্ত পাতলা করার ওষুধের পার্শ প্রতিক্রিয়ায় অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি থাকে।

১০. লিভার ও কিডনির অসুখ থাকলেও এই সমস্যা হতে পারে।

যে সব পরীক্ষা জরুরি: অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে যেসব পরীক্ষাগুলো করা জরুরী: রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বজায় আছে কিনা জানতে রক্ত পরীক্ষা করানো দরকার। সারভিক্সে সংক্রমণ বা ক্যানসার আছে কিনা জানতে প্যাপ স্মিয়ার পরীক্ষা করা হয়।

জরায়ু থেকে টিস্যু সংগ্রহ করে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপ্সি করা দরকার। ইউটেরাস, ওভারি ও পেলভিসের আল্ট্রাসাউন্ড। ইউটেরাসের লাইনিং-এর সমস্যা জানতে সোনোহিস্টেরোগ্রাফি করতে হয়। ইউটেরাস খুঁটিয়ে দেখতে হিস্টেরোস্কোপি করতে হতে পারে।

অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি: অনেক সময় হেভি ব্লিডিং হলেও অনেকে ব্যাপারটা বিশেষ আমল দেন না। পরে ঠিক হয়ে যাবে ভেবে ফেলে রাখেন। প্রতি মাসে অতিরিক্ত রক্তপাত হতে হতে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অন্য দিকে অ্যানিমিয়া হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ব্যাপারটা চক্রাকারে চলতে থাকে। আবার যে কারণে হেভি ব্লিডিং হচ্ছে, তার চিকিৎসা না করানোয় অসুখটা ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে। অসুখের প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে কাজ হলে অনেক দিন ফেলে রাখলে রোগের জটিলতা বেড়ে যায়। বিশেষ করে মেনোপজের পর বেশি ঋতুস্রাব অনেক সময় ক্যানসারের উপসর্গ হতে পারে। তাই অসুখের শুরুতেই সঠিক চিকিতসা করা জরুরী।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন "সি" ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন অ্যান্ড পেনশনার্স সংঘের সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

পেটে সূচ নিয়ে ৪ হাসপাতালে ঘুরতে হল রোগীকে

কলকাতা,২৯ অক্টোবর (হি. স.):ফের শহরের হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। ৪ হাসপাতাল ঘুরে মিলল না চিকিৎসা। শুক্রবার পেটে সূচ নিয়ে ৪ হাসপাতালে ঘুরতে হল রোগীকে।

একেই করোনা আতঙ্কে নাস্তানাবুদ শহরবাসী। তারই মাঝে শুক্রবার অভিযোগ উঠেছে,পেটে সূচ নিয়ে ৪ দিন ধরে একের পর এক হাসপাতালে প্রত্যাখ্যান। বোলপুরে এক মহিলাকে পেটে সূচ নিয়েই ঘুরতে হল ৪ হাসপাতাল। সেলাইয়ের কাজ করার সময় দুর্ঘটনাবশত পেটের মধ্যে সূচ ঢুকে যায় এর পরেই বোলপুরের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। এরপর সেখান থেকে বর্ধমানের এক হাসপাতাল সেখান থেকে এসএসকেএম, আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় তাকে। যদিও এই চার হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও মেলে নি চিকিৎসা। অভিযোগ ২টি হাসপাতালে অস্ত্রপচার করেও সূচ না বেরোনোয় ফেরানো হয় তাকে। এরপর ফের ওই মহিলাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেড না পাওয়ার অভিযোগ ওঠে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এসএসকেএম-এর সামনে রাস্তাতেই পড়ে থাকেন ওই রোগিণী। হিন্দুস্থান সমাচার /

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়ার নির্দেশিকায় কড়া প্রতিবাদ 'অবুটা'-র

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : "রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার ঊর্ধমুখী তখন তড়িঘড়ি করে সম্পূর্ন অপরিকল্পিতভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়ার জন্য একতরফাভাবে এক অদ্ভুত নির্দেশিকা জারি করে দিল!"

শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (অবুটা) সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি জানান, "রাজ্য সরকার করোনা আবহে বন্ধ থাকা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য বিস্তারিত নিয়মবিধি উল্লেখ করে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকায় করোনা বিধি মেনে সর্বস্তরে পঠন-পাঠন ও গবেষণা চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও তার বিভিন্ন পক্ষের কী কী করণীয় তার উল্লেখ আছে। হোস্টেল খোলার জন্যও এই পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তাও বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল: গত কয়েক মাস যখন করোনা সংক্রমণের হার কম ছিল তখনও সরকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি! অথচ আজ যখন এ রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার ঊর্ধমুখী তখন তড়িঘড়ি করে সম্পূর্ন অপরিকল্পিতভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়ার জন্য একতরফাভাবে এক অদ্ভুত নির্দেশিকা জারি করে দিল!

করোনা বিধি মেনে সর্বস্তরে পঠন-পাঠন ও গবেষণা চালু করার মত ফান্ড ও পরিকাঠামো কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আছে কিনা তা জানার চেষ্টা তারা করেনি! ক্লাসরুম, হোস্টেল, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরীতে দূরত্ব বিধি সহ অন্যান্য করোনা বিধি লাগু করার জন্য পরিকাঠামো যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেই তা তাদের অজানা নয়। এও তাদের অজানা নয় যে তাদের নির্দেশিকা মান্য করে পঠন-পাঠন ও গবেষণা চালু করতে হলে যথাযথ পরিকল্পনা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও তার জন্য সময় এবং সর্বোপরি বিপুল অর্থের প্রয়োজন!

আমরা লক্ষ্য করলাম সরকারি ফরমানে সরকার তার এই দায়বদ্ধতার কথা একবিন্দুও উল্লেখ করেনি! আমরা মনে করি এটি একটি পপুলিস্ট এবং সম্পূর্নভাবে ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ। সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকের জীবন রক্ষা করে পঠন পাঠন চালু করার দায়বদ্ধতা তাদের আদৌ নেই! আমাদের দাবি সরকারি নির্দেশিকা বাস্তবায়িত করার পরিসর তৈরি করে কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য সরকার করোনা জনিত পরিস্থিতিতে যথাযথ পরিকল্পণা করুক। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সময় বরাদ্দ করে পঠন- পাঠন ও গবেষণা চালু করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।"

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিই সার, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড মান্যতা পেলনা খোদ কলকাতার নার্সিং হোমেই

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্যই উত্তরবঙ্গ সফর থেকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কিন্তু খোদ কলকাতাতেই তাঁর নির্দেশ অমান্যের ঘটনা ঘটল শুক্রবার।

বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে গিয়েও হাসপাতালের বাইরে কয়েক ঘণ্টা হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করেও বিনা চিকিৎসায় ফিরতে হল এক মুর্মূষু রোগীকে।

পর্ণশ্রীর বাসিন্দা জনৈক বাসুদেব ভৌমিকের কয়েকদিন আগে পা কেটে গিয়েছিল। পরে সেই ক্ষতস্থান সেপটিক হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা ৬৫ বছরের ওই বৃদ্ধকে নিয়ে আজ বেহালার সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা করাতে চাইলে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, দিন চারেক আগে পায়ের মারাত্মক ক্ষত নিয়ে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ভর্তি হন বাসুদেব বাবু। শুক্রবার ওই হাসপাতাল থেকে বলা হয়, তাঁর পায়ের অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে। যে পরিষেবা দরকার তা সেখানে নেই। তাই বাসুদেববাবুকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে বাসুদেববাবুর পরিবারের লোকজন তাঁকে নিয়ে বেহালা নারায়ণী নার্সিংহোমে যান। কিন্তু অভিযোগ, সেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা করাতে চাইলে সটান না বলে দেওয়া হয়।

এর পর পায়ের তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে কয়েক ঘণ্টা হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করতে হয় অসুস্থ রোগীকে। হাসপাতালের একটা ট্রলিও জোটে না তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখানো সত্ত্বেও ওই হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হয়নি রোগীকে। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, তাদের স্বাস্থ্যসাথীর 'বেড ফুল'। তাই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড-এ কোনও রোগীকে তাঁরা ভর্তি নিতে পারবেন না। তবে যদি নগদ টাকা থাকে তবে ভর্তি হওয়া যাবে। কিন্তু বাসুদেববাবু ও তাঁর পরিবারের এমন আর্থিক সামর্থ্য নেই যে বেসরকারি হাসপাতালে রেখে তাঁকে চিকিৎসা করাতে পারবেন। এনিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। এদিকে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী শয্যা সংখ্যা যা তার ১০ শতাংশ রোগী ভর্তি নিতে পারবে নার্সিংহোম। আর তাঁদের নার্সিংহোমে আর জায়গাই নেই। তাই তাঁরা ভর্তি নিতে পারবেন না।

সময়ে পৌঁছল না জামিনের নথি শুক্রবার মুক্তি হল না আরিয়ানের

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবারও মান্নতে ফেরা হল না শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের। মাদক মামলায় বৃহস্পতিবার আরিয়ান খানের জামিন মঞ্জুর করলেও জামিনের বিস্তারিত রায়ের প্রতিলিপি জারি করেনি বম্বে হাইকোর্ট।আইনি প্রক্রিয়া সময়মত সম্পন্ন না হওয়ায় শুক্রবার রাতও জেলেই কাটাতে হবে আরিয়ানকে।

বৃহস্পতিবার ১ লক্ষ টাকার বন্ডে তাঁর জামিনদার হয়েছিলেন জুহি চাওলা। ছেলেকে জেলেকে আনতে পৌঁছে গিয়েছিলেন শাহরুখও। কিন্তু সময় মতো বিশেষ আদালতে পৌঁছল না আরিয়ানের জামিনের নথি। জেলের সূত্রকে উদ্ধৃত করে একাধিক সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, শুক্রবার সম্ভবত জেলেই থাকতে হচ্ছে শাহরুখ-তনয়কে। শনিবার সকালে হয়তো ছাড়া পাবেন তিনি।

জামিনের নির্দেশের পরেও বেশ কিছু নিয়মকানুন থাকে। যার মধ্যে অন্যতম বম্বে হাই কোর্টের জামিনের রায়ের একটি কপি জমা দিতে হবে মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে। তার পরে বিশেষ আদালত আরিয়ানের রিলিজ অর্ডার জারি করবে। সেই নথি আবার আর্থার রোড জেলের বাইরে 'বেল বক্স'-এ নিয়ে যেতে হবে। সেখানে বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে তা পৌঁছতে হবে। জানা যাচ্ছে, মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে সময় মতো পৌঁছয়নি আরিয়ানের সেই রায়ের কপি। ফলে আবার আটকে গেল আরিয়ানের বাড়ি ফেরা।

আরিয়ান না ফিরলে দীপাবলিতে আলো জ্বলবে না 'মন্নত'-এ। উৎসবের উদ্যাপনে মেতে উঠবে না খান পরিবার। ছেলের অনুপস্থিতিতে হেঁশেলে তৈরি হবে না ক্ষীর। এমনই ধনুকভাঙা পণ করেছিলেন মা গৌরী খান। ছেলের মুক্তির জন্যে মানত করার পাশাপাশি নবরাত্রিতে উপোস পর্যন্ত করেছেন শাহরুখ-পত্নী। এমনিতে বিশেষ ধার্মিক নন। তবে প্রথম সন্তানের সুরক্ষার জন্য দিনে দু'বার করে প্রার্থনাও করেছেন গৌরী।

ঘটনাচক্রে, আর চার দিন পরেই শাহরুখের জন্মদিন। আরিয়ান ছাড়া পাবেন কি না, সেই উদ্বেগে এ বার অনুরাগীদের বাংলোর সামনে ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিং খান। দুশ্চিন্তা উড়িয়ে বাবার জন্মদিনের আগেই ঘরে ফিরছে ছেলে।

প্রসঙ্গত গত ২ অক্টোবর শনিবার রাতে মুম্বইয়ের কাছে আরব সাগরে ভাসমান এক প্রমোদ তরী থেকে আটক করা হয় শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে। রেভ পার্টিতে মাদক সেবনের অপরাধে আটক করা হয় তাঁকে। তারপর টানা ১৬ ঘণ্টা জেরার পর ৩ অক্টোবর রবিবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয় আরিয়ান ও তাঁর দুই বন্ধুকে।
-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

স্ত্রী-হত্যার পাপ থেকে নিস্তার পেতে পাটুলির রাজা শুরু করেন নিস্তারিণী কালীপুজো

শেওড়াফুলি, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : নিত্যদিন সাংসারিক অশান্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে নাকি প্রথম স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন পাটুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র দত্ত রায়। পরে উপলব্ধি করেন স্ত্রীকে হত্যা করে তিনি পাপ করেছেন। সেই পাপ থেকে নিস্তার পেতে নিস্তারিণী কালীপুজো শুরু করেন রাজা।

কাহিনীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে, শেওড়াফুলি নিস্তারিণী কালী দক্ষিণাকালী হিসাবে পূজিত হন। গঙ্গার ধারে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে এই মন্দির। এবার ১৯৫তম বছরে পা দিল এই পুজো। ১৮২৭ সালের ঘটনা। বর্ধমানের পাটুলির রাজা হরিশ্চন্দ্রের তিন রানি ছিল। তাঁদের মধ্যে নিত্যদিন অশান্তি লেগেই থাকত। সেদিন নারায়ণপুর প্রাসাদে ফিরে তিন রানির ঝগড়া দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন রাজা। তরবারি দিয়ে বড় রানিকে হত্যা করেন। বর্ধমানের পাশাপাশি শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি অঞ্চলে রাজার অনেক সম্পত্তি ছিল। ঘটনার দিনকয়েক পরে বিষণ্ণ রাজা একদিন রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। সেখানে পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত রামসীতা মন্দিরে সারারাত বসে থাকেন। ক্লান্তি অবসাদে তিনি এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন, স্বপ্ন দেখেন। এরপর গঙ্গা থেকে পাওয়া কষ্টি পাথর দিয়ে তৈরি হয় কালী মূর্তি। শেওড়াফুলিতে গঙ্গার পাড়ে মন্দির স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণা কালীর। দেবীর অধিষ্ঠান পঞ্চমুণ্ডির আসনে। মন্দিরে কোনও ঘট নেই। দেবীর হাতে রয়েছে তরবারি, যা আজও সেই রাজ পরিবারের স্মারক বহন করে চলেছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের বড় রানির নাম ছিল সর্বমঙ্গলা। এমনও কথা প্রচলিত রয়েছে, মন্দিরে সেই বড় রানিকেই দেবীর রূপ দিয়েছিলেন রাজা।সারা বছর নিস্তারিণী মন্দিরে পুজো হয়। প্রত্যেক অমাবস্যায় বিশেষ পুজোপাঠ ও ছাগবলি দেওয়া হয়। কৌশিকী অমাবস্যার রাতে বিশেষ পুজো হয় মন্দিরে। আর কালীপুজোর সময় সারাদিন ধরে চলে পুজো, হোম যজ্ঞ, চণ্ডীপাঠ। পরদিন হয় ভোগ-বিতরণ। বিখ্যাত এই পুজো দেখতে জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন ওই মন্দিরে। নিস্তারিণী মায়ের কাছে মন থেকে কিছু চাইলে তা পূরণ হয় বলে বিশ্বাস ভক্তদের। আজও সেই বিশ্বাসের টানে দূর দূর থেকে নিস্তারিণী মন্দিরে ভিড় জমান ভক্তরা।

শেওড়াফুলি রাজ বংশের সদস্য আশিস ঘোষ জানান, রানি রাসমণি স্বামী মারা যাওয়ার পর বজরায় করে কাশী যাচ্ছিলেন। শেওড়াফুলি নিস্তারিণী ঘাটে আসার সময় তিনি একটি ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখেন লাল পাড় সাদা শাড়িতে। মন্দিরে এসে দেখেন, ওই মেয়েটির সাথে কালীমূর্তির মিল আছে। তারপরে তিনি কাশী না গিয়ে, জানবাজার ফিরে যান। তার ২৪ বছর পর দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির স্থাপিত হয়। নিস্তারিণী কালীর অনুকরণেই দক্ষিণেশ্বরের কালী।

এখানে ছাগ বলির প্রথা এখনও প্রচলিত। প্রত্যেক অমাবস্যাতেই ছাগ বলি হয়। মন্দিরের এক সেবাইত জানান, মন্দিরের দু''পাশে দু''টি শিবলিঙ্গ আছে। এখানে কৃষ্ণপুজো হয়। কৃষ্ণের সাথে রাধা থাকেন না। নিস্তারিণী কালী মায়ের হাতে খর্গর বদলে থাকে তলোয়ার। অষ্ট কল পদ্মের উপর বিরাজমান, পাশের ঘরে বিরাজমান মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন ছাগ বলি হয়, সারারাত পুজো হয়।

"আমরা অশুভ অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব", আশ্বাস বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণির

ঢাকা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) :"ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীন বাংলাদেশ নয়"। শুক্রবার এক ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে এমনটাই বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে সব মানুষের নিজের নিজের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। এই সঙ্গে বলেন, অশুভ শক্তির চেয়ে এখানে শুভ শক্তির মানুষের সংখ্যা বেশি। তাই আমরা অশুভ অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।

দুর্গাপুজোয় বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদে উপর হামলার ঘটনার নেপথে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেই ইঙ্গিত দেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথায়, "আমরা দেখেছি এক সময় ধর্মের নামে নির্যাতন হয়েছিল। তারা (পাকিস্তান) একাত্তরে এমন করেছে, এখনও করে যাচ্ছে। এটি তাদেরই কাজ। আমরা মনে করি অশুভ শক্তির চেয়ে এখানে শুভ শক্তির মানুষের সংখ্যা বেশি। তাই আমরা অশুভ অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। যেভাবে আমরা অসম্প্রদায়িক দেশ গড়ার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম।"

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্থানীয় আওয়ামি লিগ আয়োজিত আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ এবং হাজীগঞ্জে বিভিন্ন মন্দিরে হামলা ও সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে আর্থিক সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণি বলেন, "বাংলাদেশে নানা ধর্মের নানা ভাষার মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছেন। এখানে যার যার ধর্ম বা উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালন করছে সবাই। আজকে এই হাজীগঞ্জ-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় যে সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে, এটা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে করা হয়েছে। আজকে প্রতিটি ঘটনার তদন্ত চলছে। যারা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর সময় কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটে। তার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনোবল বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "বাংলাদেশ এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ। বাংলাদেশে সকল ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করবে। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে।" তিনি প্রত্যেক বাংলাদেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন, "ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।" এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুর কথাও তুলে ধরেন।

'একটি মন্দিরও ধ্বংস হয়নি', বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিয়ে নতুন বিবৃতি বিদেশমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক হিংসার রেশ না কাটতেই সংশ্লিষ্ট ঘটনা নিয়ে নতুন করে বিবৃতি দিলেন সে দেশের বিদেশমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন।

শুক্রবার তিনি জানান, একটি মন্দিরও ধ্বংস হয়নি। ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে চারজন মুসলিম, ২ জন হিন্দু। মন্দিরে হামলার আড়ালে কোনও নারী নির্যাতিতা হননি। তবে তিনি এটা স্বীকার করে নিয়েছেন, দেবীমূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর দাবি, সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি অবশ্য সংবাদমাধ্যমকেও দুষেছেন এ কে আবদুল মোমেন।

দুর্গাপুজোর মরশুমে ওপার বাংলায় একের পর এক মণ্ডপ, মন্দিরে হামলা, মূর্তি ভাঙচুরের মতো ঘটনায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল। ইসকন মন্দিরে ঢুকে এক পুরোহিতকে খুনের ঘটনাও ঘটে। এনিয়ে শোরগোল পড়ে যায় আন্তর্জাতিক মহলে। দেশের মধ্যে দাঙ্গা পরিস্থিতি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেয় শেখ হাসিনা প্রশাসন। অভিযুক্তদের দ্রুত ধরপাকড় হয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর মাঝে অবশ্য দেশে সম্প্রীতি বজায় রাখতে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী হাসিনা থেকে শুরু করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা জনতার কাছে আবেদন জানান। সংখ্যালঘু হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে সুবিচারের আশ্বাস দেন। তবু অশান্তির আগুন যেন কিছুতেই নিভছিল না।

এই অবস্থায় শুক্রবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন নতুন করে বিবৃতি দিয়েছেন। ঠিক কী কী ঘটনা ঘটেছে, তা বিস্তারিত জানিয়ে সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করেছেন হাসিনা সরকারের বিদেশমন্ত্রী। তাঁর মতে, সংবাদমাধ্যম এবং কয়েকজন অত্যুৎসাহী ব্যক্তি কিছু 'গল্প' বানিয়ে ভুয়ো প্রচারে নেমেছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মোমেন জানান, "সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় একটি মন্দিরও ধ্বংস হয়নি। মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪ জন মুসলিম, ২ জন হিন্দু। একজনের মৃত্যু স্বাভাবিক, আরেকজন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মারা গিয়েছেন। কোনও নারী ধর্ষিত হননি।"

মোমেনের আরও বক্তব্য, "আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর। দেশের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে সকলের নিরাপত্তা প্রদানে আমরা বদ্ধপরিকর।" ষষ্ঠীর দিন রাতে নোয়াখালিতে হনুমানের পদতলে কোরান রাখা নিয়ে যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই ঘটনারও তদন্ত চলছে বলে মোমেন জানান। ওই ঘটনায় কোনও হিন্দু নন, এক মুসলিম যুবকই অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হয়েছে।তবে, বাংলাদেশের এই সরকারি বিবৃতিতে বিস্মিত নন ওয়াকিবহাল মহল। কারণ, গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে লাগাতার অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রতিটি বিতর্কে অনুপ্রবেশের বিষয়টি বাংলাদেশ অস্বীকার করেছে।

মহেশপুর সীমান্তে ভারত থেকে বাংলাদেশে ছয় অনুপ্রবেশকারীসহ আটক ১৪

মনির হোসেন,ঢাকা,২৯ অক্টোবর।।ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে পৃথক অভিযানে ছয় অনুপ্রবেশকারীসহ ১৪ জনকে আটক করেছে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন ৫৮ বিজিবি।

শুক্রবার (২৯ অক্টোবর) ভোরে ভারতীয় সীমান্তের মাটিলা বিওপি এলাকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার লেবুতলা গ্রাম থেকে ছয় অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়। তারা সবাই ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে দুই পুরুষ, তিন নারী ও এক শিশু রয়েছে। একই সময় তাদের সহযোগিতার অপরাধে আবুল কালাম নামে এক দালালকে আটক করা হয়। আটক আবুল কালাম মহেশপুর উপজেলার লেবুতলা গ্রামের নুর হোসেনের ছেলে। একই দিন ভোরে ভারতীয় সীমান্তের যাদবপুর বিওপির বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মহেশপুর উপজেলার সোনাইডাংগা গ্রাম থেকে সাত নারী পুরুষকে আটক করে বিজিবি। তাদের মধ্যে চার পুরুষ, দুই নারী ও এক শিশু রয়েছে। তারা সবাই বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে ভারত যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আটককৃতরা সবাই ঢাকা, খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা ও যশোরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, সকালে মামলার পর আটককৃতদের মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার নিন্দা করল সংঘ, কার্যকারীণি সভায় প্রস্তাব পাস

ধারওয়াড় (কর্নাটক), ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর উন্মত্ত ইসলামিক হামলার তীব্র নিন্দা করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)।ধারওয়াড়ের চলমান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর অখিল ভারতীয় কার্যকারীণি সভায় এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়েছে। প্রস্তাবে, সংঘ হিন্দু সমাজকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে, সংঘ বাংলাদেশ সরকারকে সহিংস ঘটনা বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে এবং হিন্দু সমাজে আস্থা তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

গোটা ঘটনায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অবস্থান নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আরএসএস। প্রস্তাবে বলা হয়, মানবাধিকারের তথাকথিত প্রহরী সংস্থা এবং রাষ্ট্র সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর গভীর নীরবতা উদ্বেগের বিষয়। সংঘ আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে এই সহিংসতার নিন্দা করতে এবং বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও সুরক্ষার জন্য আওয়াজ তুলতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে সংঘের আবেদন এই যে, ভারত সরকারের উচিত কূটনৈতিক মাধ্যমে সহিংসতা বন্ধের চেষ্টা করা।

সংঘ এই বলে সতর্ক যে, বাংলাদেশ বা বিশ্বের অন্য কোনও প্রান্তে উগ্র ইসলামি শক্তির উত্থান বিশ্বের শান্তিপ্রিয় দেশগুলোর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মানবাধিকারের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে প্রমাণিত হবে।

আরএসএস-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অখিল ভারতীয় কার্যকারীণি সভায় বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সহিংস হামলা এবং সেখানকার হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত বর্বর সহিংসতা এবং ব্যাপক ইসলামিকরণের জন্য জিহাদি সংগঠনগুলোর ষড়যন্ত্রের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে।

সংঘ বলছে, ভিত্তিহীন মিথ্যা খবর ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়ান কিছু অপরাধীকে গ্রেফতার করায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কট্টরপন্থী ইসলামী শক্তির বর্তমান হামলা একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করে বারবার সহিংসতার আসল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সমাজকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা, যার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভাগের সময় থেকে হিন্দু সমাজের জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

প্রস্তাবে এও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজ ও হিন্দু মন্দিরের ওপর সহিংস হামলার ধারাবাহিকতা বিনা বাধায় চলছে। দুর্গাপূজার সময় শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় বহু নিরীহ হিন্দু নিহত হয়, শত শত আহত হয় এবং হাজার হাজার পরিবার গৃহহীন হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে হিন্দু সমাজের বহু মা-বোন নৃশংসতার শিকার হয় এবং মন্দির ও দুর্গাপূজা প্যান্ডেল ধ্বংস হয়।

প্রস্তাবে সহিংস ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৮ শতাংশ। যা এখন প্রায় আট শতাংশে নেমে এসেছে। দেশভাগের সময় থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় জামায়াত-ই-ইসলাম (বাংলাদেশ) এর মত উগ্র ইসলামি দলগুলির নৃশংসতার কারণে বিপুল সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়কে ভারতে চলে আসতে হয়েছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও একই উপাদান সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করছে, যার কারণে সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি হয়েছে।

সংঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারীণি সভার অভিমত যে, বাংলাদেশ সরকারের উচিত নিজ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। সরকারকেও নিশ্চিত করতে হবে যে হিন্দু বিরোধী সহিংসতার অপরাধীরা কঠোর শাস্তি পায়, যাতে হিন্দু সমাজ এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয় যে, তারা তাদের অধিকার প্রয়োগ করে বাংলাদেশে একটি সম্মানজনক ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে।

অখিল ভারতীয় কার্যকারীণি সভা ভারত সরকারকে বাংলাদেশে সংঘটিত আগ্রাসন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে হিন্দু সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বেগ বাংলাদেশ সরকারকে জানানোর জন্য সমস্ত উপলব্ধ কূটনৈতিক চ্যানেল ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেছে যাতে সেখানকার হিন্দুরা এবং বৌদ্ধ সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, অখিল ভারতীয় কার্যকারীণি সভা ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অনেক হিন্দু সংগঠন ও সংগঠনকে উগ্র সহিংসতায় ভোগা বাংলাদেশের হিন্দু ভাই-বোনদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য প্রশংসা করে। অখিল ভারতীয় কার্যকারীণি সভা আরও আশ্বস্ত করেছে যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সহ সমগ্র হিন্দু সমাজ এই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু এবং অন্যান্য নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আজ বাংলায় ৪ কেন্দ্রে উপনির্বাচন, মোতায়েন করা হচ্ছে ৯২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): রাত পোহালেই রাজ্যের চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন। চার জেলার যে চার কেন্দ্রে শনিবার উপনির্বাচন, তার মধ্যে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ, নদিয়ার শান্তিপুর, কোচবিহারের দিনহাটা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা। শুক্রবার সকাল থেকেই চার কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইভিএম ও অন্যান্য সরঞ্জাম-সহ বুথে বুথে পৌঁছে গিয়েছেন চার কেন্দ্রের ভোটকর্মীরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খতিয়ে দেখা হয়েছে শুক্রবার সারা দিন ধরে। এই নির্বাচনে মোট ৯২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দিনহাটা কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়েছে ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, খড়দহ কেন্দ্রে ২০ কোম্পানি, শান্তিপুর কেন্দ্রে ২২ কোম্পানি এবং গোসাবা কেন্দ্রে ২৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। তবে ভয় পাওয়ার কোন দরকার নেই বলে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন পুলিশ—প্রশাসনের কর্তারা।

গত বিধানসভা নির্বাচনে দিনহাটা ও শান্তিপুরে বিজেপি জিতলেও পরে বিধায়ক-পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ওই দুই কেন্দ্রের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীরা। খড়দহ এবং গোসাবায় তৃণমূল জিতলেও বিধায়কদের মৃত্যুতে সেখানে আবার নির্বাচন হচ্ছে। রাত পোহালেই রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই ভোটকর্মীরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। এই চার বিধানসভা কেন্দ্রে সুষ্ঠু, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানো নির্বাচন কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জ। দিনহাটা, শান্তিপুর, গোসাবা এবং খড়দহ কেন্দ্রে সকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে উপনির্বাচন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ১০০ শতাংশ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি বুথ থাকলে ৪ জন কেন্দ্রীয় জওয়ান থাকবেন। একটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ২ থেকে ৪টি বুথ থাকলে ৮ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকবেন। আর ৫ থেকে ৮টি বুথ থাকলে ১৬ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন থাকবে এবং ৯ বা তার বেশি বুথ থাকলে ২৪ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রাখা হবে। সবমিলিয়ে এই নির্বাচনে মোট ৯২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দিনহাটা কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়েছে ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, খড়দহ কেন্দ্রে ২০ কোম্পানি, শান্তিপুর কেন্দ্রে ২২ কোম্পানি এবং গোসাবা কেন্দ্রে ২৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। তবে ভয় পাওয়ার কোন দরকার নেই বলে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন পুলিশ—প্রশাসনের কর্তারা।

দিনহাটায় মোট বুথের সংখ্যা ৪১৭। ভোটকর্মীর সংখ্যা ১,৬০০। ওই কেন্দ্রে সব মিলিয়ে ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াও মোতায়েন থাকবে ৯০৩ জন রাজ্য পুলিশ। ৫০ শতাংশ বুথে থাকবে সিসিটিভি। দিনহাটা কেন্দ্রে মোট ভোটার ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮০ জন। ডিসিআরসি পরিদর্শন করে কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, "নির্বাচনের জন্য আমরা সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত। যা যা ব্যবস্থার প্রয়োজন, সব করা হয়েছে। যদি কোনও ভোটার ভোট দিতে যেতে না পারেন, তাকে আমরা বুথে নিয়ে গিয়ে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অশোক মণ্ডল, বামফ্রন্ট প্রার্থী আব্দুর রউফ এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উদয়ন গুহ। এখানেও উপনির্বাচনের কারণ বিজেপি। যেহেতু এখানে নিশীথ প্রামাণিক ভোটে জিতেও সাংসদ পদকে বেছে নেন, তাই এটা খালি আসনে পরিণত হয়। এখন এখানে রাত পোহালেই উপনির্বাচন হবে।

গোসাবায় ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে থেকেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে, তা নিশ্চিত করতে ভোট ঘোষণার পর থেকে গোসাবায় অন্তত ১৫০ জন অপরাধীকে নজরে রাখা হয়েছে। গোসাবায় মোট বুথের সংখ্যা ৩৩০। তার মধ্যে ৭৯ শতাংশ বুথে ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা হবে। সূত্রের খবর, ১৮৯টি বুথে ওয়েব কাস্টিং, ৪৩টি বুথে থাকবে মাইক্রো অবজার্ভার এবং সিসিটিভি। আরও ৩০টি বুথে ভিডিয়োগ্রাফির ব্যবস্থা থাকবে। তবে কিছু এলাকায় শ্যাডো জোন বা ইন্টারনেট পরিষেবা দুর্বল থাকায় সেখানে ওয়েব কাস্টিং করা যাচ্ছে না। সেখানে সিসিটিভি এবং মাইক্রো অবজার্ভার বসানো হয়েছে। তবে স্পর্শকাতর ও উত্তেজনাপ্রবণ বুথের সংখ্যা কমে হয়েছে ১৬২। উত্তেজনাপ্রবণ বুথের মধ্যে চুনখালি ও রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যথাক্রমে ১২ এবং ৯টি বুথ রয়েছে। পাশাপাশি অতি উত্তেজনাপ্রবণ বুথের মধ্যে রয়েছে লাহিড়ীপুর, সাতজেলিয়া এবং মসজিদমাটী। উপনির্বাচনে থাকছে না ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি। থাকছে না কোনও মহিলা বুথ। এই বিধানসভায় মোতায়েন থাকছে ২৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ৯৬৭ জন রাজ্য পুলিশ। জেলা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক পি উলগানাথন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, "সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। ভোট সুষ্ঠু ভাবেই হবে।"

এখানে বিজেপি প্রার্থী পলাশ রাণা। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে সুব্রত মণ্ডলকে। আর বামফ্রন্ট প্রার্থী করেছে অনিলচন্দ্র মণ্ডল। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন জয়ন্ত নস্কর। কিন্তু তিনিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাই এখানে উপনির্বাচন হচ্ছে। এখানে লাভলি মৈত্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার করে গিয়েছেন। ২ নভেম্বর ভোট গণনা।শান্তিপুরে মোট ভোটার ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৯৩। মোট বুথের সংখ্যা ৩৫৫। এর মধ্যে ২০ শতাংশ রয়েছে স্পর্শকাতর বুথ।

AFFIDAVIT

I Surjatapa Debbarma, W/O- Sri Sandipan Saha, of Krishnanagar, Agartala, owner and possesor of plot of land measuring 1000 Acres of J.B. Road, Agartala want to gift 0.0700 Acres of land to my one and only son Subhrakamal Saha. If any objection or quarry may please contact Phone No- 8132024623.

ভারতের পক্ষ থেকে ৩টি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স তুলে দেওয়া হল বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে

ঢাকা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল এবং আখাউড়া ও কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে মোট তিনটি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছে ভারত। শুক্রবার ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আখাউড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারত সরকার এবং জনগণের পক্ষ থেকে হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল ও আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে দুটি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করেন।একই দিনে কসবা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আরেক অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করেন।

দুই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন।নতুন ও অত্যাধুনিক জীবনদায়ী সরঞ্জামে সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্সগুলি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগামী রোগীদের মানসম্মত জরুরি সেবা এবং ট্রমা লাইফ সাপোর্ট প্রদানে সাহায্য করবে। অনুযায়ী ১০৯টি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ কর্মসূচির অংশ হিসেবে অ্যাম্বুলেন্সগুলি দেওয়া হয়েছে।

বালেশ্বরে দূরপাল্লার ঘাতক বোমার সফল পরীক্ষা শক্তি বাড়ল বায়ুসেনা

বালেশ্বর, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বালেশ্বরে অগ্নি ৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণের পর সেনার অস্ত্রভাণ্ডারকে আরও শক্তিশালী করতে এবার 'লং রেঞ্জ বম্ব'-এর সফল পরীক্ষা করল ভারত। শুক্রবার ওড়িশার বালেশ্বরে এই দূরপাল্লার বোমার পরীক্ষা চালায় বায়ুসেনা।

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তির এই ঘাতক বোমা তৈরি করেছে ডিআরডিও। বায়ুসেনার বিমান থেকে এই বোমার পরীক্ষণ চালানো হয় শুক্রবার। একেবারে নিঁখুত নিশানায় আঘাত করে সেই বোমা। সূত্রের খবর, বোমার কার্যকারিতা দেখার জন্য তাতে সেন্সর, ইলেকট্রো অপটিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম, টেলিমেট্রি এবং রাডারের মাধ্যমে নজর রাখা হয়েছিল।

ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান জি সতীশের মতে, দূরপাল্লার এই ঘাতক বোমার সফল পরীক্ষা ভারতীয় প্রযুক্তির স্বকীয়তার একটা নতুন মাইলফলক। যা আগামী দিনে সামরিক সরঞ্জামে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহারে আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে। বায়ুসেনার সফল পরীক্ষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।

গত বুধবারই অগ্নি ৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করেছে ভারত। ৫ হাজার কিলোমিটার দূরের একাধিক লক্ষ্যবস্তুকে এক সঙ্গে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এই ক্ষেপণাস্ত্র। শুধু তাই নয়, এই ক্ষেপণাস্ত্র পরমাণু অস্ত্র বহন করতেও সক্ষম। অগ্নি ৫-এর পাল্লা এতটাই বাড়ানো হয়েছে তার নিশানার আওতায় পুরো এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার কিছু অংশ চলে আসবে।

গলসীতে দোকান মালিকের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে, ছিনতাই

দুর্গাপুর, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) ফের ভর সন্ধ্যায় দুঃসাহসিক ছিনতাই। বাধা দেওয়ায় দোকান মালিককের ওপর হামলা। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে, ২ নং জাতীয় সড়কের ওপর গলসীর রাকোনা মোড়ে। আক্রান্ত দোকান মালিক মনোজ দে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনায় জানা গেছে, আক্রান্ত মনোজ দে''র রাকোনা মোড়ে মুদী দোকান রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ৪-৫ জনের একটি দুস্কৃতী দল সশস্ত্র দোকানে ঢোকানে। অভিযোগ, দোকান মালিকের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। বাধা দেওয়ায় মনোজ দে''র মুখে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে। গুরুতর জখম হন তিনি। এদিকে দুস্কৃতী দল জাতিয় সড়কের পাশে রাখা চার চাকা গাড়ীতে চেপে চম্পট দেয়। খবর চাউর হতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পার্শবর্তী গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে আসে। আহত মনোজ দে কে হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গলসী থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য সপ্তাহখানেক আগে কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর মোড়ে একটি সোনার দোকানে ডাকাতি হয়। বাধা দেওয়ায় দোকান মালিককে ধারাল অস্ত্র দিয়ে হাতে কোপ দেয়। ঘটনায় দুই মহিলা সহ ৪ জন ধরা পড়ে। ওই ঘটনার পর এদিনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি নাকা চেকিং নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত কয়েক মাস ধরে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন থানা ও মোড় এলাকায় নাকা চেকিং চলছে পুলিশের। তারপরও এধরনের ডাকাতির ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে। যদিও পুর্ব বর্ধমান পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন জানিয়েছেন, 'ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

রাজ্যে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ব্যবসায়িক ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে ভূমিকা রয়েছে ব্যবসায়ীদের। গতানুগতিক ব্যবসার পাশাপাশি ভোকাল ফর লোকাল ভাবনায় প্রয়োজন উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন পালক সংযোজন। আজ রাজধানীর একটি বেসরকারি হোটেলে ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রয়াত তিনজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। তার পাশাপাশি সংগঠনের বরিষ্ঠ সদস্য সাধন চৌধুরী সহ রাজ্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। কোভিড অতিমারীর সময়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য বেশ কয়েকজনকে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে তৈরি হওয়া স্বনির্ভর মানসিকতার ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্ম এখন উদ্ভাবনী ভাবনায় ও আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ব্যবসায়িক ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে বাজারের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এ রাজ্যের ব্যবসায়ীগণ। অনুষ্ঠানে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ব্যবসায়িক কর্মধারার মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারি হাইকমিশনার জবায়েদ হোসেন, মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষার চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় প্রমুখ।

আমবাসায় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বাম প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। ধলাই জেলার আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বাম প্রার্থীরা। শুক্রবার ৬ জন প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের কাছে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত ১৫ টি আসনের মধ্যে ১২ টি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আমবাসা পুর পরিষদে দ্বিতীয় দফায় মনোনয়ন পত্র জমা দিল বামফ্রন্ট। আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনে ১৫ টি আসনের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ছয়টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিল সিপিআইএম। সব মিলিয়ে ১৫ টির মধ্যে ১২ টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে বামফ্রন্ট। আমবাসা পুর পরিষদের ৮ নং-আসনে ভবানী চক্রবর্তী ,

১৫ নং-আসনে সুরেশ মুন্ডা,২ নং- আসনে অনুপমা মল্লিক ,৩ নং-আসনে মীরা দেববর্মা,৫ নং- আসনে গীতা সরকার ,

৭ নং- আসনে সত্যব্রত দেবরায় শুক্রবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এই ছয় জন প্রার্থী আজ আমবাসা অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশু রঞ্জন দেববর্মার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। এক সাক্ষাৎকারে ৫নং ওয়ার্ডের প্রার্থী গীতা সরকার জানান, তারা পুর পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে আশাবাদী। পুরো পরিষদ এলাকার জনগণ বামফ্রন্টের ২৫ বছরের কাজকর্মের নিরিখেই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পুরো পরিষদ নির্বাচনে পুনরায় বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।প্রার্থী গীতা সরকার অভিযোগ করেন বিগত সাড়ে তিন বছরে ত্রিপুরায় বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। উন্নয়নমূলক কোন কাজকর্ম হয়নি। বাম আমাদের কাজকর্ম এবং বিগত সাড়ে তিন বছরে বিজেপি সরকারের কাজ-কর্মের তুলনা করেই জনগণ বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে বাম প্রার্থীরা আশাবাদী।আমবাসা পুর পরিষদে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়ী হলে পুরো এলাকার উন্নয়নে তারা কাজ করতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান। দুর্নীতিমুক্ত পুর পরিষদ গঠন করতে তারা সব ধরনের প্রয়াস নেবেন বলেও জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

চাকমা বলেন, এই জাতীয় শিবিরের ফলে এ অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন। আইনসেবা শিবির থেকে আইনের সুবিধাগুলি কিভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের ধারণা তৈরি হবে। তাছাড়াও এই শিবির উপলক্ষে যে সকল স্টল খোলা হয়েছে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণে যে প্রকল্পগুলি রয়েছে সে সম্পর্কেও মানুষ অবহিত হতে পারবেন। এই সুবিধাগুলি এক জায়গা থেকেই মানুষ নিতে পারবেন। প্রকল্পের সুবিধাগুলি কাজে লাগাতেও তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে পেঁচারথল বিএসি-র চেয়ারম্যান সজল চাকমা বলেন, এই জাতীয় শিবির সব সময় হয় না। আইনি ক্ষেত্রে কারোর কোনও সহায়তার প্রয়োজন হলে এখান থেকেই তারা এর সুবিধা নিতে পারেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ইউ কে চাকমা, পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ, পেঁচারথলের বিডিও সাগর দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ দেন এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড স্পেশাল জজ পি কুমার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের জেলা সম্পাদক লোপামুদ্রা দাশগুপ্ত। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত নিকেতনের শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সহ অতিথিগণ কৃষি দপ্তর থেকে প্রদত্ত স্প্রে মেশিন, জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রদত্ত হুইল চেয়ার, হিয়ারিং মেশিন সহ চলন সামগ্রী, শ্রম দপ্তর প্রদত্ত ই-শ্রম কার্ড, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর প্রদত্ত মুখ্যমন্ত্রী অন্ত্যোদয় শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনায় দুজনকে নগদ ২ হাজার টাকা, বন দপ্তর থেকে জেএফএমসি-র অন্তর্গত একটি স্বসহায়ক দলকে ২৫ হাজার টাকার ঋণের চেক, পেঁচারথল ব্লক থেকে আর ও আর সার্টিফিকেট এবং কুমারঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে কয়েকজন সুবিধাভোগী পরিবারে রেশন কার্ড, পিআরটিসি এবং এসটি সার্টিফিকেট তুলে দেন। প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরে ১৪২টি পি আর টি সি, ১১২টি এস টি সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়। আয়ের শংসাপত্র প্রদান করা হয় ৬০টি। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ২২ জনকে চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ২৩৬টি গৃহপালিত পশুপাখির চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রাণীপালকদের সরবরাহ করা হয়। এতে ৩০টি পরিবার উপকৃত হয়।

নজরদারীর

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা গণনা করার জন্য এবং অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ তাদের মঞ্জুর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় অত্যন্ত সক্রিয় ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার জন্য মিডিয়া, বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রশংসা করেছে। যাইহোক, আদালত রাজ্যকে এই জাতীয় সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে মিথ্যা, কাল্পনিক এবং বানোয়াট সংবাদ নিবন্ধ বা ভিজ্যুয়াল ফুটেজগুলি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে না আসে এবং এমনকি যদি তারা তা করেও তাহলে তা দ্রুত অপসারণ করা হয়।

সুষ্মিতা দেব

● প্রথম পাতার পর

সাংসদ তথা তৃণমুলনেত্রী সুষ্মিতা দেব ও তার দলের কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদান করা হোক। সেই সাথে তাদের উপর সম্প্রতি যে হামলা হুজ্জুতি ও আক্রমণ চালানো হয়েছে সেই ঘটনার পাশাপাশি সমস্ত ঘটনার অবাধ ও সুষ্ঠু তদন্তের জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নেতৃত্বে সিট গঠন করার দাবী জানানো হয়েছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন অপরাধমূলক হামলা, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের দায়ের করা অভিযোগের বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবী করা হয়েছে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

বিপণনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ-বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। পাশাপাশি ওই কেন্দ্রটি পরিদর্শনও করেছেন।

রাজীব বাবু বলেন, কেভিআই এবং টিকেভিআই যৌথভাবে নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই নতুন ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী ওই ভবনটি পরিদর্শন করেছেন। পাশাপাশি, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ-র পরিসর বিস্তারে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রকম সহায়তা করবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রচার

● প্রথম পাতার পর

জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন এই সরকারের আমলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছে। বিগত দিনের কাজের নিরিখে জনগণ পুরনিগম নির্বাচনে বামপন্থীদের করবেন বলেও তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী।

বিদেশে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করেছেন তার শ্বশুর মঞ্জুল হক। রীনা আক্তারের মৃত্যুতে গোটা ময়নামা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

হাতে তুলে দেওয়া হয়। পথদুর্ঘটনায় টিএসআর জোয়ানের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

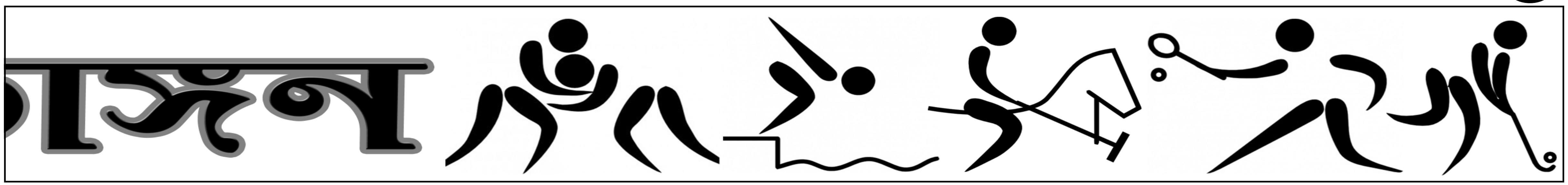

হারের হ্যাট্রিক করে টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): টি-২০ বিশ্বকাপে এবারের মত স্বপ্নভঙ্গ হল বাংলাদেশের। হারের হ্যাট্রিক করে টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ। শুক্রবার মরণ বাঁচন ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে তিন রানে হেরে যান টাইগাররা। টস জিতে এদিন পোলার্ডবাহিনীকে ব্যাট করতে পাঠান মাহমুদুল্লারা। ক্যারিবিয়ানদের ১৪২ রানের জবাবে ১৩৯ রানে থমকে যায় বাংলাদেশ।

নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ হারার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশ, দুই দলের কাছেই শুক্রবারের ম্যাচটি ছিল কার্যত মরণ বাঁচন। শুক্রবার টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কম রানে আটকে রাখাই ছিল মূল লক্ষ্য। ক্যারিবিয়ান দলের হয়ে ক্রিস গেল (৪) এবং এভিন লুইস (৬) ওপেন করতে নেমেছিলেন। দু'জনকেই কম রানে ফিরিয়ে দেয় বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে হাল ধরেন রস্টন চেজ। ৪৬ বলে ৩৯ রান করেন তিনি। টি২০ ক্রিকেটের হিসেবে এই ইনিংস মন্থর হলেও দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শেষ বেলায় দলকে ১৪২ রানে নিয়ে গেলেন নিকোলাস পুরান। ২২ বলে ৪০ রান করেন তিনি। চারটি ছয় এবং একটি চার মারেন পুরান। দলে যোগ দিয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা জেসন হোল্ডারও ৫ বলে ১৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে যান।

বাংলাদেশের হয়ে শুক্রবার ওপেন করতে নামেন শাকিব আল হাসান এবং মহম্মদ নইম। মাত্র ৯ রান করে আউট হয়ে যান শাকিব। নইম ফেরেন ১৯ বলে ১৭ রান করে। কাজে দিল না লিটন দাস ও মাহমুদুল্লার দাঁতে দাঁত চাপা লড়াই। আর সেই সঙ্গে শেষ চারে পৌঁছনোর আশা শেষ হল শাকিব আল হাসানদের। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আসিফের শেষের ঝড়ে আফগানিস্তানকে হারাল পাকিস্তান

৭৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে একশর আগে গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় দল। সেখান থেকে মোহাম্মদ নবি ও গুলবাদিন নাইবের দারুণ জুটি আফগানিস্তানকে এনে দিল লড়াইয়ের পুঁজি। পরে দুর্দান্ত বোলিংয়ে আশা জাগালেন মুজিব উর রহমান ও রশিদ খান। কিন্তু আসিফ আলির শেষের তাণ্ডবে তাদের মুঠো থেকে জয় ছিনিয়ে নিল পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুক্রবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের ম্যাচে পাকিস্তানের জয় ৫ উইকেটে।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে আফগানিস্তান করে ৬ উইকেটে ১৪৭ রান। পাকিস্তান সেটি পেরিয়ে যায় এক ওভার বাকি থাকতে।

অথচ পাকিস্তানের ইনিংসের ১৮ ওভার শেষেও জয়ের পাল্লা ভারী ছিল আফগানিস্তানের। শেষ দুই ওভারে প্রয়োজন ছিল ২৪। ১৯তম ওভারে করিম জানাতকে চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে সব উত্তেজনার ইতি টেনে দেন আসিফ।

মাত্র ৭ বলে ৪ ছক্কায় তিনি খেলেন ২৫ রানের ক্যামিও ইনিংস। আগের ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষেও আসিফের শেষের ঝড়ে জিতেছিল পাকিস্তান।

আসরে টানা তিন জয়ে সেমি-ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল বাবর আজমের দল। আফগানিস্তানের বিপক্ষে অধিনায়কের ৪৭ বলে ৫১ রানের ইনিংসটি দলের জয়ে রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যে কোনো সংস্করণে পাকিস্তানকে প্রথমবার হারানোর আশা জাগিয়েও পারল না আফগানিস্তান। স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর পর প্রথম হারের স্বাদ পেল তারা।

টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে আফগানিস্তানের শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম তিন ওভারের মধ্যেই হারায় দুই ওপেনারকে। বাঁহাতি স্পিনার ইমাদ ওয়াসিমকে ছক্কায় ওড়ানোর চেষ্টায় বল আকাশে তুলে হজরতউল্লাহ জাজাই ফেরেন শূন্য রানে। শাহিন শাহ আফ্রিদিকে একটি চার মারার পর মিড অনে সহজ ক্যাচ তুলে দেন মোহাম্মদ শাহজাদ।চতুর্থ ওভারে ইমাদকে ছক্কায় ওড়ান রহমানউল্লাহ গুরবাজ। শেষ দুই বলে ছক্কা-চার মারেন আসগর আফগান। পরের ওভারেই তিনি ফেরেন হারিস রউফকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে। আক্রমণে এসেই গুরবাজকে বিদায় করেন হাসান আলি।

পাওয়ার প্লেতে ৪৯ রান তুলতে আফগানরা হারায় ৪ উইকেট।একটি করে চার-ছক্কা মেরে ইমাদের বলে বাউন্ডারিতে ক্যাচ তুলে দেন করিম জানাত। প্রথম ম্যাচে ঝড়ো ফিফটি করা নাজিবউল্লাহ জাদরান ভালো শুরুর পর টেনে নিতে পারেননি ইনিংস। লেগ স্পিনার শাদাব খানের গুগলিতে তিনি ধরা পড়েন উইকেটের পেছনে (২১ বলে ২২)। ১৩তম ওভারে ৭৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে তখন ধুঁকছিল আফগানিস্তান। সেখান থেকে নবি ও গুলবাদিনের ৪৫ বলে ৭১ রানের ওই জুটি। শুরুতে কিছুটা সময় নেন দুজন। পরে বাড়ান রানের গতি। শেষ ৩ ওভারে আফগানরা তোলে ৪৩ রান।

৩২ বলে ৫টি চারে ৩৫ রান করেন নবি। গুলবাদিনের ব্যাট থেকেও আসে ৩৫ রান। ২৫ বলে ৪টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো তার ইনিংস।২৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের সফলতম বোলার ইমাদ। আফ্রিদি, শাদাবরাও করেন নিয়ন্ত্রিত বোলিং।

আফগানিস্তান বোলিং শুরু করে দুই প্রান্ত থেকে স্পিন দিয়ে। তৃতীয় ওভারে সাফল্য আসে প্রথম ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া মুজিবের হাত ধরে। অফ স্পিনারকে ছক্কায় ওড়াতে গিয়ে বাউন্ডারিতে ধরা পড়েন মোহাম্মদ রিজওয়ান। প্রথম দুই ম্যাচে অপরাজিত ৭৯ ও ৩৩ রানের পর কিপার-ব্যাটসম্যান এবার করেন ১০ বলে ৮।

তিনে নেমে আগ্রাসী শুরু করেন ফখর জামান। নবির পরপর দুই বলে মারেন চার-ছক্কা। ইনিংসের প্রথম সাত ওভারের মধ্যেই টানা চার ওভারের স্পেলে মুজিব দেন কেবল ১৪ রান।বাবর শুরুতে খেলেন দেখেশুনে। এর মাঝেই ইনিংসের পঞ্চম ওভারে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসেবে দ্রুততম এক হাজার রানের রেকর্ড গড়েন তিনি। ভেঙে দেন বিরাট কোহলির আগের রেকর্ড।

এরপর নবম ওভারে নাভিনের চার বলের মধ্যে দুই বাউন্ডারি মেরে পাকিস্তান অধিনায়ক বাড়ান রান। ফখরের সঙ্গে তার জুটির রান পঞ্চাশ স্পর্শ করে ৩৯ বলে। একাদশ ওভারে আক্রমণে এসেই উল্লাসে মাতেন রশিদ। তার আবেদনে বাবরকে এলবিডব্লিউ দেন আম্পায়ার। পাকিস্তান অধিনায়ক নেন রিভিউ। রিপ্লেতে দেখা যায়, বল স্টাম্প মিস করে যেত। পরের ওভারে ফখরকে এলবিডব্লিউ করে ৬৩ রানের জুটি ভাঙেন নবি। নিজের তৃতীয় ওভারে মোহাম্মদ হাফিজকে ফিরিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ১০০ উইকেটের রেকর্ড গড়েন রশিদ।

৪৫ বলে ফিফটি পূর্ণ করে এক প্রান্ত আগলে রাখেন বাবর। শেষ ৪ ওভারে তাদের প্রয়োজন পড়ে ৩৮ রান।রশিদের শেষ ওভারে ছক্কায় ওড়ান শোয়েব মালিক। চতুর্থ বলে বাবরের ক্যাচ ফেলেন নাভিন। চড়া মূল্য অবশ্য দিতে হয়নি। ওভারের শেষ বলে বাবরকে বোল্ড করে দেন রশিদ। ১৮তম ওভারে মাত্র ২ রান দিয়ে নাভিন ফিরিয়ে দেন মালিককে। আফগানরা তখন প্রহর গুনছিল জয়ের আশায়। কে জানত, পরের ওভারেই তাদের সব আশা গুঁড়িয়ে যাবে আসিফের ব্যাটে!

ওভারের প্রথম আর মুখোমুখি দ্বিতীয় বলেই আসিফ মারেন ছক্কা। এরপর তৃতীয়, পঞ্চম ও শেষ বল সীমানার ওপাড়ে আছড়ে ফেলে নায়ক তিনিই। ম্যাচ সেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: আফগানিস্তান: ২০ ওভারে ১৪৭/৬ (জাজাই ০, শাহজাদ ৮, গুরবাজ ১০, আসগর ১০, জানাত ১৫, নাজিবউল্লাহ ২২, নবি ৩৫*, গুলবদিন ৩৫*; আফ্রিদি ৪-০-২২-১, ইমাদ ৪-০-২৫-২, রউফ ৪-০-৩৭-১, হাসান ৪-১-৩৮-১, শাদাব ৪-০-২২-১)

পাকিস্তান: ১৯ ওভারে ১৪৮/৫ (রিজওয়ান ৮, বাবর ৫১, ফখর ৩০, হাফিজ ১০, মালিক ১৯, আসিফ ২৫* শাদাব ০*; মুজিব ৪-০-১৪-১, নবি ৪-০-৩৬-১, নাভিন ৩-০-২২-১, জানাত ৪-০-৪৮-০, রশিদ ৪-০-২৬-২)

ফল: পাকিস্তান ৫ উইকেট জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: আসিফ আলি

ফ্রেঞ্চ ওপেনের শেষ আটে পৌঁছলেন সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ডেনমার্কের লাইন ক্রিস্টোফারসনকে ফ্রেঞ্চ ওপেনের শেষ আটে পৌঁছলেন ভারতের হয়ে ডবল অলিম্পিক মেডেল জয়ী পিভি সিন্ধু। ক্রিস্টোফারসনকে ৩৭ মিনিটে ২১-১৯ এবং ২১-৯, স্ট্রেট গেমে পরাস্ত করে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে নিজের জায়গা পাকা করলেন সিন্ধু।

বর্তমান ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিন্ধুর বিরুদ্ধে ক্রিস্টোফারসন প্রথম গেমে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই করলেও দ্বিতীয় গেমে নিজের স্বাভাবিক ছন্দে থাকা ভারতীয় শাটলার তাঁকে তেমন লড়াইয়ের সুযোগই দেননি। এরপর সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করার উদ্দশ্যে তিন নম্বর বাছাই সিন্ধু মুখোমুখি হবেন অষ্টম বাছাই বুসানান ওমবামরুঙ্গফানের। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে ডেনমার্ক ওপেনেই বুসানানকে পরাস্ত করেছিলেন সিন্ধু।

ফ্রেঞ্চ ওপেন : লড়াই করে জয় পেল সাত্যিক-চিরাগ জুটি

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ফ্রেঞ্চ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করলেনন সাত্যিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেটি জুটি। অল-ইন্ডিয়ান লড়াইয়ে তাঁরা এমআর অর্জুন এবং ধ্রুব কাপিলার জুটিকে কড়া টক্করের পর ১৫-২১, ২১-১০, ২১-১৯ স্কোরে মাত দেন। পঞ্চম বাছাই সাত্যিক-চিরাগ জুটির পরবর্তী মোকাবিলা হবে মালেশিয়ান জুটি অ্যারন চিয়া এবং শ ওই য়িকের সঙ্গে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 24/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22 Date: 21/10/2021 The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09/11/2021 for the works of:

1. DNIeT No: 38/R/DNIe-T/SE-MPWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs.55,19,691/-
2. DNIeT No: 39/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs.57,10,456/-

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to mohanpurpwdrandbdivision@gmail.com

Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura

ICA-C-2522/2021-22

NOTICE INVITING e-TENDER

Ref. No.F.78/DMHP/WEST/MEDICINE/2021 Date-26/10/2021 e-Tender is hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Tripurn. From resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorizerl supplier 'dealer/distributor for 'SUPPLY OF Fsychotropic Drugs of DMHP' under STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in).The last date/time of Submission of the tender documents by online up to:29/11/2021 at 03:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

(Dr. Siddhanth Shive Jaiswal, IAS)
Mission Director, NHM,
Govt. of Tripura

NOTICE INVITING TENDER (FRESH)

On behalf of the Hon'ble Governor of Tripura, the undersigned is hereby invited sealed cover quotation from the bonafied firms/agencies/ owners of private vehicles for hiring of 02 (Two) Nos light vehicles as per rate indicated below noted against each which are required by the office of the Superintendent of Police Unakoti District Kailashahar for a period of I (One) year up to 07-02-2022 for Law & Order duties:-

Sl No	Type of Vehicles	Detention charge per day (in Rs.)	Rate per KM run (in Rs)			Monthly expenditure ceiling (in Rs)		
1	M&M Bolero	800.00	0.00	7.25	0.00	0.00	30075	0.00
2	Maruti Omni	600.00	6.00	0.00	0.00	23400	0.00	0.00
3	Diesel Jeep/TATA Magic	650.00	0.00	5.75	0.00	0.00	24225	0.00

A copy of Detail Tender Notice may be obtained from the office of the undersigned on any working day during office hrs 1600 hrs. The closing time/date of the tender is at 1600 hrs on01/11/2021 and the Tender/quotation may be opened on the same day, if possible.

Superintendent of Police
Unakoti District, Kailashahar,
Tripura.

ICA-C-2528/2021-22

The **Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, Shiksha Bhawan, 3rd Floor, Agartala, West Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **online percentage/ item rate e- tender** from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 15/11/2021 for the following work:-

SL. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Constrution of 1 (One) No. Teacher's Quarter with 30 m boundary wall with RCC Column at Mungiabari HS Schools under Mungiakami block of Khowai District during the year 2018-19 under Samagra Shiksha Abhiyan. **DNIeT No:22/SE/ENGG. CELL/DSE/2021-22**	39,32,700.00	39,327.00	3(three) months	Up to 3 PM 15/11/2021	At 16/11/2021 Hrs on 10 am	https://tripuratenders.gov.in	APPROPRIATE

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website **https://tripuratenders.gov.in** at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

Sd/ (Er. S. DebBarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA-C-2518/21

ইতিহাস ! ছেলেদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে প্রথম মহিলা কোচ সারা টেলর

লণ্ডন, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ইতিহাস গড়লেন ইংল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার সারা টেলর। আসন্ন আবু ধাবি টি-১০ লিগের জন্য টিম আবু ধাবির সহকারী কোচ নিযুক্ত হলেন তিনি। সেইসঙ্গে ছেলদের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের প্রথম মহিলা কোচ হিসেবে ইতিহাস গড়লেন টেলর।

এর আগে সাসেক্সের ছেলেদের ক্রিকেট দলের কোচিং স্টাফ নিযুক্ত হয়েছেন টেলর, যাঁকে ক্রিকেটের ইতিহাসের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবু ধাবি দলে হেড কোচ পল ফারব্রেস ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অল-রাউন্ডার লান্স ক্লুজনারের সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে সারাকে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শ্যামা মায়ের আরাধনার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। শেষ তুলির টান চলছে মূর্তিপাড়ায়। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রোম পৌঁছে গান্ধী মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

রোম, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য ইটালি সফরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে তিনি রোমে পৌঁছেছেন। আজকে সকালেই জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ইতালির রাজধানী রোমে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
রোমে পৌঁছে মোদী টুইট করে সেখানকার ছবি পোস্ট করেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ”জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে রোমে পৌঁছলাম। গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম জি-২০। আমি রোম সফরের সময়কালে অন্যান্য কর্মসূচির জন্যও অপেক্ষা করছি।” এই সফরের সময় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করার কথা রয়েছে মোদীর। ইটালিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিনা মালহোত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টেয় ইটালির রাজধানীতে মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধীর মূর্তি পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর পর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন। তিন দিনের সফরে ভ্যাটিকানেও যাওয়ার কথা তাঁর। ভ্যাটিকানে ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩০ ও ৩১ অক্টোবর জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবেন। তার আগেই হয়ত ভ্যাটিকানে গিয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মোদী।

এদিকে, আজ বিকেলে ইতালির রাজধানী রোমের পিয়াজ্জা গান্ধীতে মহাত্মা গান্ধীকে পুস্তস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ইতালির রাজধানী রোমে আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিকেলে গান্ধীজির মূর্তি পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। ফুল দিয়ে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এদিন রোমে বসবাসরত ভারতীয় কমিউনিটির সঙ্গেও বার্তালাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর আগমণের পরই সংস্কৃত স্লোগান, ”মোদী, মোদী” স্লোগান প্রতিধ্বনিত হয় পিয়াজ্জা গান্ধীতে। সেখানে জড়ো হওয়া ভারতীয় কমিউনিটির সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীকে একঝলক দেখার জন্য অনেক আগে সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাউকে হতাশ করেননি তাঁদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী। সকলের সঙ্গে সম্ভব না হলেও, কারও কারও সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।
উল্লেখ্য, আজ জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রোমে রওনা হওয়ার আগে মোদী বলেন, “অতিমারি পরিস্থিতিতে আঘাতপ্রাপ্ত বিশ্ব অর্থনীতির হাল ফেরানোর বিষয়টিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।” বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, এ বারের জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। ১২ বছর পরে এই প্রথম ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী রোমে গেলেন।

আগামী বছর উইম্বলডনে বসবে ভগিনী নিবেদিতার মূর্তি, মিলল ছাড়পত্র

লণ্ডন, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): আগামী বছর লন্ডনের উইম্বলডনে বসবে ভগিনী নিবেদিতার মূর্তি। তিন বছর ধরে লড়াইয়ের পরে অবশেষে ছাড়পত্র দিল প্রশাসন। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ছাড়পত্র মিলেছে সেই সারদা সরকার জানালেন, নিবেদিতার ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী বছর মূর্তি বসবে।
গেরুয়া বসন পরিহিতা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নিবেদিতার সেই চিরাচরিত রূপটি ধাতব ছাঁচে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী মার্কাস বিয়েল। সারদা বললেন, “তিন বছর ধরে এক রকম যুদ্ধ করে উইম্বলডন প্রশাসনের অনুমতি আদায় করেছি। এ বছর করোনার কড়াকড়ির জন্য নিবেদিতার জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করা যায়নি। আগামী বছর ধুমধাম করে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে।” ব্রিটেনের মানুষকে নিবেদিতার জীবন আর ভারতের স্বাধীনতায় তাঁর অবদান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে বহু দিন ধরে প্রচার চালাচ্ছেন সারদা সরকার ও তাঁর সংগঠনের সদস্যেরা।
আয়ারল্যান্ডের মিস মার্গারেট নোবেলই আমাদের চিরপরিচিতা ভগিনী নিবেদিতা। দীর্ঘদিন উইম্বলডনের বাড়িতে মা ও বোনের সঙ্গে থেকেছেন তিনি। ১৮৯৯ সালে এই বাড়িতে বেশ কিছু দিন মার্গারেটের পরিবারের সঙ্গে থেকেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দও। তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত সেই বাড়িতে ২০১৭ সালে ‘ব্লু প্লাক’ বসানোর সময়ে দরবার করেছিলেন সারদা। সে বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ওই প্লাক উদ্বোধন করেন। এখন অবশ্য উইম্বলডনের বাড়িতে রমরমিয়ে চলছে এক কাফে। আসা-যাওয়ার মাঝে ‘ব্লু প্লাকে’ চোখ বুলিয়ে যায় মানুষ।
সারদা সরকার আরও জানান, উইম্বলডনের কানিজারো পার্কে ওই মূর্তি বসানোর জন্য স্থানীয় মেট্রন কাউন্সিলে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত নিবেদিতার সর্ব ধর্মসমন্বয় এবং জনসেবামূলক কাজ সম্পর্কে ব্রিটেনের বহু মানুষই অবগত নন। ফলে প্রশাসনকে বোঝাতে বেগ পেতে হচ্ছিল। এই সময়ে সারদার পাশে দাঁড়ান মুসলিম কনজারভেটিভ পার্টির কাউন্সিলর নজীব লতিফ। সম্মিলিত ভাবে তিন বছরের লড়াইয়ে প্রশাসনের অনুমতি মিলেছে।

৯০ শতাংশ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন যোগীজি ও তাঁর টিম : অমিত শাহ

লখনউ, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, ২০১৭ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারের ৯০ শতাংশ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন যোগীজি এবং তাঁর টিম। শুক্রবার লখনউতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ”আমার পরিবার-বিজেপি পরিবার” সদস্যতা অভিযানের সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। অমিত শাহ এদিন যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, ’আমি গর্ব করে বলতে পারি, যোগীজি এবং তাঁর টিম আমাদের ২০১৭ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারের ৯০ শতাংশ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। আমি যোগীজিকে বলতে চাই, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকুন, যাতে মানুষের বিশ্বাস হয় বিজেপি যা বলবে তাই পূরণ করে।’
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, ’যাঁরা বিগত ৫ বছর ধরে বাড়িতে বসে ছিল, তাঁরা ভাবছে তাঁদের সরকার হবে। আমি চাই অখিলেশ যাদব উত্তর প্রদেশের জনগণকে বলুক তিনি কতদিন বিদেশে ছিলেন।

সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনাস এর সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। প্রবীণ নাগরিক এবং পেনশনারদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবে শুক্রবারত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনাস এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের প্রবীণ নাগরিক এবং পেনশনারদের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এসব সমস্যা সমাধানে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও তা সন্তোষজনক নয়। এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেই শুক্রবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনার্স সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমস্যাগুলি নিয়ে উপস্থিত সদস্য ও নেতৃবৃন্দ বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ডরা মাত্র সাড়ে ৭৫০ টাকা মাসে পেনশন পাচ্ছেন। ভূ ভারতে এ ধরনের নজির নেই বলে তারা উল্লেখ করেন। ৭৫০ টাকা পেনশন দিয়ে পরিবারের চা খরচের পয়সায় হবে না বলেও নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ডদের পেনশন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করার জন্য তারা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। হোম গার্ডের পেনশন বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সংগঠন আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে বলেও জানানো হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত বেড়ে ৭৯ এখনও নিখোঁজ ৩ জন

দেহরাদূন, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৯-তে পৌঁছেছে। গত ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহত হয়েছেন ২৪ জন। এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৩ জনের। শুক্রবার উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উত্তরাখণ্ডের চম্পাওয়াত, পাউরি, পিথোরগড়, নৈনিতাল, আলমোড়া, উধম সিং নগর, চামোলি, উত্তরকাশি ও বাঘেশ্বর জেলায়।
উত্তরাখণ্ড সরকার জানিয়েছে, চম্পাওয়াত জেলায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, পাউরিতে ৩ জন, পিথোরগড়ে ৩ জন, নৈনিতালে ৩৫ জন, আলমোড়াতে ৬ জন, উধম সিং নগর জেলায় দু’’জন, চামোলিতে ৩ জন, উত্তরকাশিতে ১০ জন এবং বাঘেশ্বর জেলায় ৬ জন।
এছাড়াও বাঘেশ্বর জেলায় খোঁজ পাওয়া যায়নি একজনের এবং উত্তরকাশিতে একজন নিখোঁজ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই ৯টি জেলায় ২৩২টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পঞ্জাবের প্রতিটি ব্যবসায়ীর নিরাপত্তার দায়িত্ব আপ-এর : কেজরিওয়াল

ভাটিন্ডা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ফেব্রুয়ারিতে ভোট, মার্চে ফলাফল, যখন সরকার গঠন হবে, ১ এপ্রিলের পর, তখন পঞ্জাবের প্রতিটি ব্যবসায়ীর নিরাপত্তার দায়িত্ব আম আদমি পার্টি (আপ)-র। জানিয়ে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, ভয় পাবেন না। আমরা এমনই সিস্টেম তৈরি করব। শুক্রবার পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন কেজরিওয়াল। আপ সুপ্রিমো বলেছেন, ’যখন ভোট আসে গঠন জনগণের কথা মনে পড়ে নেতাদের। নিজের ঘরে বসে ইস্তাহার তৈরি করেন। তাঁরা এটাও জানেন না জনগণ কী চাইছে? পঞ্জাবকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা তো জনগণ, ব্যবসায়ীরাই বলবেন। এ জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে বসেই ইস্তাহার তৈরি করি।’
কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, ’একটি স্পর্শকাতর সরকার করোনার সময় জনগণের পাশে ছিল, গোটা বিশ্ব দিল্লি সরকারের প্রশংসা করেছে। অথচ পঞ্জাবে যখন করোনা-সংক্রমণ বাড়তে থাকে, তখন জনগণকে অনাথ করে মুখ্যমন্ত্রীর আসনের জন্য লড়াই চলছিল।’ ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে কেজরিওয়াল বলেছেন, আপ-এর সরকার গঠন হতেই পঞ্জাবে ব্যবসায়ীদের সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের হবে। দিল্লির মতো পঞ্জাবেও সৎ সরকার হবে। ইন্সপেক্টর রাজ, জুলুম থেকে আপনাদের মুক্ত করব।’

আমবাসায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। ধলাই জেলার আমবাসায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার।পুজোর পাশাপাশি দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র বিতরনের আয়োজন করা হয়েছে। নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার। আমবাসার স্বনামধন্য ক্লাব। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে ক্লাব। প্রত্যেক বছরই জমজমাট ভাবে পুজো করে নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার।এ বছর তাদের পুজো ২০ বছরে পা দিয়েছে। প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে ত্রিপুরাসুন্দরী মাতাবাড়ি মায়ের মন্দিরের আদলে। বাঁশ বেত দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। আমবাসাবাসীকে নতুন কিছু উপহার দিতে মাতাবাড়ির রূপ নিয়েই তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। তাদের মূর্তি তৈরি করেছে স্থানীয় মৃৎশিল্পী আবু পাল। পুজোর দিন বিতরণ করা হবে মহাপ্রসাদ, এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও রয়েছে। দিন-রাতে চলছে পুজোর প্রস্তুতি । এবছর আমবাসার স্বনামধন্য ক্লাব গুলি দুর্গোৎসব না করতে পারলেও নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার শ্যামা মায়ের আরাধনায় আমবাসাবাসিকে নতুন কিছু দিতে নেমেছে। এক সাক্ষাৎকারে নেতাজী প্লে ফোরাম সেন্টারের ক্লাব সম্পাদক অনল বরণ রায় জানায় ,কোভিড বিধি মেনে হবে পুজো।এ বছরের পুজোর বাজেট সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে জমজমাট আমবাসায় শ্যামা মায়ের আরাধনা। শ্যামা মায়ের পূজা অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রশাসনের তরফ থেকেও যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

হৃদরোগে প্রয়াত কন্নড় অভিনেতা পুনীত রাজকুমার, শোকে বিহ্বল গোটা দেশ

বেঙ্গালুরু, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): চিকিৎসকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও প্রাণে বাঁচাতে পারলেন না, মাত্র ৪৬ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন কন্নড় অভিনেতা পুনীত রাজকুমার। বুকের ব্যথায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অভিনেতা পুনীত রাজকুমার। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে বেঙ্গালুরুর বিক্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, অভিনেতার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। আইসিইউ-তে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পরে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।
বুকের ব্যথায় শুক্রবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা পুনীত রাজকুমার। বেলা ১১.৩০-১১.৪০ মিনিটের মধ্যে তাঁকে বেঙ্গালুরুর বিক্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাঃ রঙ্গনাথ নায়েক জানান, ’বুকে ব্যথা অনুভব করায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পুনীতকে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এখন কিছুই বলা সম্ভব নয়। তাঁকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল। আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছে।’ পরে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জীবনাবসান হয়েছে অভিনেতার। জনপ্রিয় কন্নড় অভিনেতার অকাল-প্রয়াণে শোকের ছায়া চলচ্চিত্র জগতে। স্তব্ধ ভক্তরা অভিনেতার মৃত্যুর দুঃসংবাদ শোনার পরই হাসপাতালের বাইরে জড়ো হন।
কন্নড় অভিনেতা পুনীত রাজকুমারের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোক বিহ্বল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই। প্রধানমন্ত্রী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ’ভবিষ্যত প্রজন্ম কাজ ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁকে সর্বদা স্মরণ করবে।’ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই জানিয়েছেন, পুন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পুনীত রাজকুমারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

বিশালগড় চৌমুহনীতে একাংশের গাড়ির চালক অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। বিশালগড় চৌমুহনীতে একাংশের গাড়ির চালক ভারতীয় মজদুর সংঘের নাম ভাঁড়িয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে অধিক ভাড়া আদায় করে চলেছে। অধিক ভাড়া দিতে না চাইলে যাত্রীদের নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। পুলিশের সামনেই এসব ঘটনা ঘটলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে পুলিশ। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন যাত্রীসাধারণ।
বিশালগড় চৌমহনীতে চালক যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার বিশালগড় চৌমনীতে এক ম্যাজিক গাড়ির চালক যাত্রীর কাছ থেকে অধিক ভাড়া চায়। সেই ভাড়া নিয়ে বিশালগড় চৌমহনীতে যাত্রী ও চালকের শুরু হয় বাকবিতণ্ডা।পুলিশ থাকা সত্বেও ঘটনাস্থলে দেখা মেলেনি পুলিশ বাবুদের। ভারতীয় মজদুর সংঘের নাম দিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে অধিক ভাড়া আদায় করছে একাংশের চালকরা। তাছাড়া গাড়ির চালক যাত্রী কৃষ্ণকান্ত শীলকে প্রাণে মারার চেষ্টাও করে প্রকাশ্যে দিবালোকে। খাকি উর্দি পুলিশ কর্তাদের সামনে চলে এই ঘটনা। পুলিশ দেখে না দেখার ভান করে থাকে। যাত্রীদের অভিযোগ পুলিশ থাকা সত্ত্বেও বিশালগড় চৌমহনীতে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে যাত্রীরা। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ এই সকল গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে যেভাবে যাত্রীদের কাছ থেকে অধিক ভাড়া আদায় করা হচ্ছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে যাত্রীসাধারণের অভিমত।

সমস্যায় জর্জরিত আনারস চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে উৎপাদিত আনারস দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের বাজারে বাজারজাত করার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও চাষীরা চাষাবাদের জন্য সরকারিভাবে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো খোঁজখবর নিচ্ছেন না। ফলে সমস্যায় জর্জরিত আনারস চাষিরা। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য চাই অর্থ।
আর সেই অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ কি না করে। কেউ করে ধান্দাবাজি, আবার কেউ শ্রমের বিনিময়েও সফলতার দিকে যেতে পারে না। আর যদি গরিব হয় তবে বলার কিছু থাকে না। যেখানে সরকারি সাহায্য টুকু পৌঁছা সম্ভব থাকলেও সরকারিভাবে সাহায্য মেলে না।তবে কেমন করে বেঁচে থাকবে মানুষ। হাজারো প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্নের উত্তর মনে হয় দিতে পারবে না কেউই। তবে চাঁদের ভাগ্য নিয়ে অর্থাৎ চাঁদ কপাল নিয়ে যারা জন্মায় না তাদের মধ্যে রয়েছে জনজাতি অংশের একাংশ মানুষজনেরা। এমনই এক দৃশ্য ওঠে এলো তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের তুই করমা এ ডি সি ভিলেজ এর বিলাইহাম চৌধুরী রিয়াং পাড়া থেকে।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিপ্লব কুমার দেবের প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাজ্যের আনারস বিশ্বের দরবারে হাজির করে নামকরণ করা হয়েছিল কুইন পাইনাপেল হিসেবে। তবে সেই পাইনাপেল তথা আনারস চাষিরা কেমন ভাবে আনারস চাষাবাদ করছেন তার খবর রাখার জন্য তেলিয়ামুড়া কৃষি মহাকুমার আধিকারিকদের মধ্যে কারোর সময় নেই। সঠিকভাবে ফলন বৃদ্ধি কিভাবে করানো সম্ভব সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে কেউ জান না বলে অভিযোগ একাংশ আনারস চাষীদের। এক আনারস চাষী জানান ,পরিবারের সকলেই আনারস চাষের উপর নির্ভরশীল।
বিগত বছর আনারস চাষের জন্য সরকারিভাবে সার সহ কীটনাশক ঔষধ সামগ্রী তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি দফতরের উদ্যোগে প্রদান করা হলেও বর্তমানে চাষাবাদের জন্য কোন প্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলে অভিযোগ। বিগত বছর তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে আনারস চাষী সহ মোসাম্বির চাষাবাদের জন্য সরকারিভাবে সাহায্য করা হয়ে থাকলেও বর্তমানে চাষিরা পাচ্ছে না কোন সাহায্য ।আনারস চাষীদের যদি সরকারিভাবে কোনো ধরনের সাহায্য না করা হয় আনারস উৎপাদন বিগত বছরগুলোর তুলনায় কম হবে বলে ধারণা করছে আনারস চাষিরা। এখন দেখার বিষয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর স্বপ্ন আদতে কতটুকু বাস্তবায়ন হতে পারে। কৃষি দপ্তর সহ ব্লক প্রশাসন যথেষ্ট ভাবে সাহায্য করেছিল বিগত বছরে। এবারও কি হাত বাড়িয়ে দেবে রাজ্য সরকার।

আগরতলা গাউছিয়া সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সমাবেশ। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।